আমেরিকা মহাদেশ আবিস্কার: প্রচলিত ধারনা ও প্রকৃত ঘটনা

(The Discovery of America: Myths and Facts)

ড.হ.জ.ম.হাসিবুশ শাহীদ[1]

[1]*Dr. H.Z.M. Hasibush Shaheed is a Professor of Geography and Environment of Kushtia Government College,Kushtia, e-mail: dr.hasib1966@gmail.com*

Abstract

According to popular belief, Christopher Columbus, who visited the Caribbean Islands in the fifteenth century, is the discoverer of America. It cannot be true that the sea- faring man did not go to the other side of the ocean from thousands of years ago. The writings of various thinkers and researchers of the world are read to reveal the fact. According to the analysis of modern researchers, there was contact with other parts of the world with the American continent more than ten thousand years ago. Information shows that the Clovis people traveled from Asia to North and South America through Alaska thirteen thousand years ago. South America had regular trade relations with the Phoenician civilization of North Africa. Chinese and Arab sailors also traveled to that hemisphere before Columbus. Among the Europeans, the Scandinavians reached the American mainland in the early 10th century. Columbus' discovery of America is a historical illusion.

সার-সংক্ষেপ

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনকারী ক্রিস্টোফার কলম্বাস হলেন আমেরিকার আবিষ্কারক। এটা অদৌ সত্য হতে পারে না যে, হাজার হাজার বছর আগে সমুদ্রযাত্রী মানুষ সমুদ্রের অন্য তীরে যাননি। বিশ্বের বিভিন্ন চিন্তাবিদ এবং গবেষকদের লেখা এই সত্যটি প্রকাশ করার জন্য পাঠ করা হয়। আধুনিক গবেষকদের বিশ্লেষণ অনুসারে, দশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে আমেরিকান মহাদেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ ছিল। তথ্য থেকে জানা যায় যে, ক্লভিসরা তেরো হাজার বছর আগে আলাস্কা হয়ে এশিয়া থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করেছে। উত্তর আফ্রিকার ফিনিশিয়ান সভ্যতার সাথে দক্ষিণ আমেরিকার নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কলম্বাসের আগে চীনা এবং আরব নাবিকরাও সেই গোলার্ধে ভ্রমণ করেছিল। ইউরোপীয়দের মধ্যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে পৌঁছেছিল। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার একটি ঐতিহাসিক ভ্রম।

মূল শব্দ : *কলম্বাস, আমেরিকা*

ভূমিকা

প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী, কলম্বাস আমেরিকা আবিস্কারক। তবে ক্রিস্টোফার কলম্বাস নিজে অমন দাবী করেননি। বরং তিনি ভারত গমনের সামুদ্রিক পথ আবিস্কার করতে যেয়ে আয়ন বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করে নামকরণ করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। তিনি উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছাননি কিংবা মূল ভূ-খণ্ড সম্পর্কে ধারনা দিতে পারেননি (Kahn,2006)।

কলম্বাসের পর আমেরিগো ভেসপুচি আমেরিকার দক্ষিণাংশে ব্রাজিল উপকুল ও ক্যারিবীয় অঞ্চল ভ্রমণ করে নিশ্চিত হন ঐ অঞ্চল আলাদা মহাদেশ (Adhikari,2009)। ইউরোপীয়দের মধ্যে ডেনমার্কের রাজা এরিখ দা রেড গ্রীণল্যাণ্ড দখল করেন নবম শতাব্দীর শেষদিকে এবং তদীয় পুত্র লীপ দশম শতাব্দীর শুরুতে কানাডার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড উপকুলসহ মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়াতে পৌঁছান (Sindbaek and Trakadas.2014)।

আরব ও মরক্কোর মুর বণিকরা ইউরোপীয়দের অনেক আগে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রাজিলসহ আমেরিকার মূল ভূ-খণ্ডে বাণিজ্য করতেন এবং সেখানে বসতিও করেছেন (James and Martin,1981)। কলম্বাস স্বয়ং সেখানে আরব ও মুরদের বসতি এবং মসজিদ দেখেছেন(Ghaneabassiri,2010)।

কলম্বাসের আগে চীনা নাবিকরাও আমেরিকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখতেন কিংবা গমনাগমন করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় (Dikshit,2008)। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে জাপানী নাবিকরাও ক্যালিফোর্ণিয়া উপকুলে যাতায়ত করাসহ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখতেন (Evans,et.al,1966)। আমেরিকার আদি জনগোষ্ঠীর সাথে হাওয়াই ও পলিনেশীয়দেরও যোগাযোগ ছিল বলে গবেষকরা ধারনা করেন (Gamble,2002)।

দক্ষিণ আমেরিকার সাথে উত্তর আফ্রিকার ফিনিশীয় সভ্যতার কয়েক হাজার বছর আগেও নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক চিল বলে গবেষকরা জানতে পেরেছেন (Margeson and Williams,2016)। ফিনিশীয়দের নিকটবর্তী ফারাও বা ফেরআউনের দেশ মিশরও সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরিতে পারদর্শী ছিল এবং ৫০০০ বছর বা তারও আগে থেকে আমেরিকার প্রাচিন মায়া সভ্যতার সাথে মিশরের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল (Rensselaer, 1923)।

কোনো কোনো গবেষকের মতে আদি ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া দশটি গোত্র সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে (Halkin, 2002, Lange, 2011)। আমেরিকার মায়া-আজটেক- ইনকা সভ্যতা এশীয় ক্লভিস জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার বলে অনেকে ধারনা করেন (Waters, et.al.2020)।

ক্লভিসরা তের হাজার বছর আগে বেরিং প্রণালী পার হয়ে আলাস্কা ও আমেরিকার বিভিন্ন অংশে অভিগমন করে (Karam, 2023)। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ভারতীয়রা ৩০০০০ বছর আগে বেরিং-আলাস্কা হয়ে আমেরিকার বিভিন্ন অংশে ছাড়িয়ে পড়ে (The Hindu. September12,2024)।

কলম্বাস ক্যারিবীয় দ্বীপাঞ্চলে যেয়ে ব্যাপক গণহত্যা, গণধর্ষণ ও জীবানু অস্ত্র প্রয়োগ করে জাতিগত নির্মুল প্রক্রিয়া সমাধা করেন (Bigelow, 1992, দাস,২০১৫)। কলম্বাস নিজেও তার ডায়রীতে ঐ অঞ্চলের জনগনের অতি সরলতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে অনাগ্রহের বিষয় উল্লেখ করে তারা দাস হওয়ার উপযুক্ত বলে দাস বানানোর কথা স্বীকার করেন (শাহেদুজ্জামান,২০১০)।

উপাত্তের উৎস ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রবন্ধটি মূলতঃ দ্বিতীয় পযায়ের উপাত্ত নির্ভর। লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে আমেরিকা আবিস্কারের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইন্টারনেট তথ্য এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহও পর্যালোচনায় আনা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি বর্ণনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আমেরিকা মহাদেশের সাথে এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার যোগাযোগ ও আবিস্কারের বিষয়ে সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

কলম্বাসের পুর্বে আমেরিকা মহাদেশের সাথে এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার যোগাযোগ ও সম্পর্কের বিষয়টি উন্মোচন করা গবেষণা কর্মটির লক্ষ্য। উদ্দেশ্যগুলি হল:

- কলম্বাস ও আমেরিগো ভেসপুচির অভিযানের সময়কাল ও স্থান সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন;
- বৃটিশ ও আইরিশদের আমেরিকা গমন সংক্রান্ত ইতিহাস অনুসন্ধান;
- আমেরিকা ভূ-খণ্ডে চীনা নাবিকদের গমনাগমনের ইতিহাস সংগ্রহ;
- জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান;
- স্ক্যণ্ডিনেভীয়দের আমেরিকা উপস্থিতি, বিজয় ও উপনিবেশ স্থাপনের সময়কাল বর্ণনা;
- আরবদের আদি আমেকিা গমন ও বসতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ;
- ফিনিশীয় সভ্যতার সাথে আদি আমেরিকান সভ্যতার যোগাযোগের ইতিহাস পর্যালোচনা;
- প্রাচিন মিশর ও আদি ইহুদী সম্প্রদায়ের সাথে তৎকালনি আমেরিকার যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ;

- পশ্চিম আফ্রিকার সাথে আমেরিকার আদি জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ অনুসন্ধান;

- এশীয় ক্লভিষ জনগোষ্ঠীর প্রাচিন আমেরিকা গমন বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান;

- ভারতীয় জনগোষ্ঠী ও নাবিকদের কলম্বাস পুর্ব আমেরিকায় গমন, বসতি ও বাণিজ্য বিষয়ক ইতিহাস সংগ্রহ;

- পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচিন সভ্যতার সাথে কলম্বাস পূর্ব আমেরিকার সম্ভাব্য সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ পুর্তগীজ নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে আমেরিকা আবিস্কারক বলে অভিহিত করা হচ্ছে। তিন্ত সার্বিক চিারে এই দাবী অগ্রহনযোগ্য। প্রথমতঃ কলম্বাস ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে গেলেও আমেরিকার মুল ভূ-ভাগে যাননি। দ্বিতীয়তঃ হাজার হাজার বছরব্যাপী সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশান্তর গমন স্বাভাবিক ঘটনা। সেক্ষেত্রে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল ও সাগরের অপর পাড়ে নাবিকরা যাননি -এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তৃতীয়তঃ ইউরোপের উত্তরাঞ্চল হতে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ড, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও জাপানী উপকুল থেকে আলাস্কা ও আলাস্কা হয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার সহজগম্যতা, ফিনিশীয় ও আরব নাবিকদের বিশ্বব্যাপী সমুদ্রাভিযান ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করলে ১৪৯২ সালে কলম্বাসের বাহামা দ্বীপপুঞ্জে গমনের পুর্বেও যে এশিয়া- ইউরোপ-আফ্রিকার সাথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগ ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। তাই আমেরিকার আদি জনগোষ্ঠীর সাথে অন্যান্য মহাদেশের অতীত যোগাযোগ ও সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকৃত সত্য জানা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কলম্বাস – অভিযান ও আবিস্কার

স্পেনীয় রাণী ইসাবেলা ও রাজা ফার্ডিনান্ডের পৃষ্ঠপোষকতা ও আজীবন পেনশানের প্রতিশ্রুতিতে ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ সালে সমুদ্র অভিযান শুরু করে ৭ অক্টোবর ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বাহামা দ্বীপে অবতরন করেন। স্থানীয়রা এটিকে গুয়ানাহানি বলে ডাকত(William,2012)। তিনি প্রথমে লুকায়ান, তাইনো এবং আরাওয়াক জনগণের সাথে দেখা করেন।তিনি লিখেছিলেন, "এখানকার লোকেরা যুদ্ধের মতো বিষয়ে সরল … আমি পঞ্চাশ জন লোক দিয়ে তাদের পুরোটা জয় করতে পারি এবং আমার ইচ্ছামতো তাদের শাসন করতে পারি((Hunter & Douglas 2012)। ২৮ অক্টোবর কলম্বাস কিউবার উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবতরণ করেন।এর আগে ২৬ নভেম্বর রাতে "বাবেকিউ" বা "বানেক" নামক একটি দ্বীপের সন্ধানে যান, যে দ্বীপটিকে স্থানীয়রা সোনায় সমৃদ্ধ বলেছিল । ৬ ডিসেম্বর কলম্বাস হিস্পানিওলার[১] উত্তর উপকূলে যান,(Dunn, et.al.1989) । তিনি হাইতিতে লা নাভিদাদের বসতি স্থাপন করে হিস্পানিওলার উত্তর উপকূল ধরে যাত্রা চালিয়ে যান।১৪৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারী, কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশে এই যাত্রার বিরতি নেন উত্তর-পূর্ব হিস্পানিওলার রিঙ্কন উপসাগরে(Deagan & Kathleen . 2008) ।

১৪৯৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর, কলম্বাস ১৭টি জাহাজ এবং আমেরিকায় স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপনের জন্য সরবরাহ সামগ্রী নিয়ে ক্যাডিজ থেকে যাত্রা করেন। তিনি প্রায় ১,৫০০ জনকে নিয়ে যাত্রা করেন, যার মধ্যে ছিলেন নাবিক, সৈনিক, পুরোহিত, কাঠমিস্ত্রি, পাথরমিস্ত্রি, ধাতুশিল্পী এবং কৃষক (Morison 1986)। আরও সরবরাহের জন্য নৌবহরটি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে থামে এবং ৭ই অক্টোবর পুনরায় যাত্রা শুরু করে, প্রথম সমুদ্রযাত্রার চেয়ে আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়।৩ নভেম্বর, তারা উইন্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায়। কলম্বাস প্রথম যে দ্বীপটিতে যান, তার নামকরণ করেন ডোমিনিকা। কিন্তু সেখানে ভালো বন্দর না পেয়ে, তারা কাছাকাছি একটি ছোট দ্বীপে নোঙর করেন, যার নামকরণ করেন মারিয়াগালান্টে, যা এখন গুয়াদেলুপের একটি অংশ এবং নামকরণ করা হয় মারি-গালান্টে। এই যাত্রায় কলম্বাসের নামকরণ করা অন্যান্য দ্বীপগুলির মধ্যে ছিল মন্টসেরাট, অ্যান্টিগুয়া, সেন্ট মার্টিন, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, এবং আরও অনেক(Bedini 2016, Morison 1986) ।

১৭ নভেম্বর, কলম্বাস প্রথম পুয়ের্তো রিকো দ্বীপের পূর্ব উপকূল দেখতে পান, যা আদিবাসী তাইনো জনগণের কাছে বোরিকেন নামে পরিচিত। ১৯ নভেম্বর ভোরে আনাস্কো উপসাগরে এর উত্তর-পশ্চিম উপকূলে স্থলভাগে পৌঁছানোর আগে তার নৌবহরটি পুরো এক দিন ধরে দ্বীপের দক্ষিণ উপকূল ধরে অভিযান করে। অবতরণের পর, কলম্বাস জন ব্যাপটিস্টের নামে দ্বীপটির নামকরণ করেন সান জুয়ান বাউটিস্তা। এরপর কলম্বাস বর্তমান ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের পূর্বে লা ইসাবেলা নামে একটি দুর্বল এবং স্বল্পস্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। ১৪৯৪ সালের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত, কলম্বাস কিউবা এবং জ্যামাইকা অন্বেষণ করে হিস্পানীওয়ালায় ফিরে আসেন (Deagan,et.al.2008) ।

১৪৯৮ সালের ৩০শে মে কলম্বাস স্পেনের সানলুকার থেকে ছয়টি জাহাজ নিয়ে রওনা হন। নৌবহরটি মাদেইরা এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায়, যেখানে এটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। তিনটি জাহাজ হিস্পানিওলার দিকে যাত্রা করে এবং কলম্বাসের নেতৃত্বে অন্য তিনটি জাহাজ দক্ষিণে কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জে এবং তারপর আটলান্টিক পেরিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে (Fuson & Robert 1997)। ৩১শে জুলাই তারা ত্রিনিদাদ উপকুলে যান যা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে দক্ষিণে অবস্থিত। ৫ই আগস্ট, কলম্বাস পারিয়া[২] উপদ্বীপে পৌঁছান। এটি ছিল দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে ইউরোপীয়দের প্রথম রেকর্ডকৃত অবতরণ (Cervantes & Fernando 2021) । এরপর নৌবহরটি মার্গারিটা দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করে, দূর থেকে টোবাগো এবং গ্রেনাডা পর্যবেক্ষনে আনে (Zerubavel & Eviatar 2003)। ১৯ই আগস্ট, কলম্বাস হিস্পানিওলায় ফিরে আসেন((Fuson & Robert 1997)।

৯ মে ১৫০২ সালে কলম্বাস তার পতাকাবাহী সান্তা মারিয়া এবং আরও তিনটি জাহাজ নিয়ে কাদিজ ত্যাগ করে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা শুরু করে। ১৫ জুন, নৌবহরটি মার্টিনিক পৌঁছে, যেখানে এটি বেশ কয়েকদিন ধরে অবস্থান করছিল। জ্যামাইকাতে কিছুক্ষণ যাত্রা করার পর, কলম্বাস মধ্য আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ৩০ জুলাই হন্ডুরাস উপকূলে পৌঁছান। এখানে স্থানীয় বণিক এবং একটি বড় নৌকা খুঁজে পান((Cervantes & Fernando 2021)। ১৪ আগস্ট, কলম্বাস হন্ডুরাসের পুন্টা ক্যাক্সিনাসে[৩] মহাদেশীয় মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করেন। তিনি দুই মাস ধরে হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া এবং কোস্টারিকার উপকূল অন্বেষণ করেন, পশ্চিম ক্যারিবিয়ানে একটি প্রণালীর সন্ধানে যার মধ্য দিয়ে তিনি ভারত মহাসাগরে যেতে পারেন বলে ধারনা করেছিলেন। নিকারাগুয়ান উপকূল বরাবর দক্ষিণে যাত্রা করে, তিনি ৫ অক্টোবর পানামার আলমিরান্তে উপসাগরে যাওয়ার জন্য একটি চ্যানেল খুঁজে পান(Watts, 1985) । ১৫০৩ সালের জানুয়ারিতে, তিনি বেলেন নদীর মুখে একটি গ্যারিসন স্থাপন করেন। ১৬ এপ্রিল কলম্বাস হিস্পানিওলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১০ মে তিনি কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ দেখতে পান, সেখানে অসংখ্য সামুদ্রিক কচ্ছপের নামানুসারে নামকরণ করেন লাস টর্তুগাস(Gužauskytė & Evelina 2014) । কিউবার উপকূলে এক ঝড়ে তার জাহাজগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশিদূর যেতে না পেরে, ২৫ জুন ১৫০৩ সালে জ্যামাইকার সেন্ট অ্যান প্যারিশে তাদের সমুদ্র সৈকতে আটকে রাখা হয়। ছয় মাস ধরে কলম্বাস এবং তার ২৩০ জন লোক জ্যামাইকায় আটকা পড়ে ছিলেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস এবং তার লোকদের ২৮শে জুন ১৫০৪ তারিখে উদ্ধার করা হয় এবং ৭ই নভেম্বর স্পেনের সানলুকারে পৌঁছান (Kadir, 1992)

কলম্বাস কর্তৃক হিসপানিওয়ালায়[১] গণহত্যা ও নির্যাতন

হিস্পানিওলার প্রাক-কলম্বিয়ান জনসংখ্যার অনুমান ছিল ২৫০,০০০ থেকে দুই মিলিয়নের মধ্যে,। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে হাইতির এক তৃতীয়াংশ বা তার বেশি আদিবাসী কলম্বাসের গভর্নরশিপের প্রথম দুই বছরের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। জনসংখ্যা হ্রাসের কারণগুলির মধ্যে রোগ, যুদ্ধ এবং কঠোর দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোনা ও রূপার খনিতে কাজ করতে বাধ্য হওয়া স্থানীয়দের এক তৃতীয়াংশ প্রতি ছয় মাসে মারা যেত (Treuer 2016)। তিন থেকে ছয় দশকের মধ্যে, বেঁচে থাকা আরাওয়াক জনসংখ্যার সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশ। কলম্বাসের আগমনের পর শতাব্দীতে সামগ্রিকভাবে আমেরিকার আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় 90% হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করা হয়। আদিবাসীদের মধ্যে, কলম্বাসকে প্রায়শই গণহত্যার মূল এজেন্ট হিসাবে দেখা হয়(Schuman,et.al.2005)। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ এবং কলম্বাসের উপর বহুখণ্ডের জীবনী লেখক স্যামুয়েল এলিয়ট মরিসন লিখেছেন, "কলম্বাস কর্তৃক প্রবর্তিত এবং তার উত্তরসূরিদের দ্বারা অনুসরণ করা অমানবিক নীতি সম্পূর্ণ গণহত্যার দিকে পরিচালিত করেছিল (Morison 1955) ।

ঐতিহাসিকরা আমেরিকা মহাদেশে ব্যাপক উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা এবং এর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের জন্য কলম্বাসের সমালোচনা করেছেন (Bigelow, 1992)। কলম্বাসের বন্ধু মিশেল দা কুনিওর বর্ণনা অনুসারে - একজন আদিবাসী মহিলাকে আটকে রেখে, কলম্বাস তাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছিলেন (Weatherford,2001) । কিছু ঐতিহাসিকের মতে, ১৪ বছর বা তার বেশি বয়সী একজন আদিবাসী ব্যক্তির শাস্তি ছিল, যারা প্রতি ছয় মাসে নির্দিষ্ট পরিমান সোনার ধুলো দিতে ব্যর্থ হলে তাদের হাত কেটে ফেলা হতো। যাদের টোকেন ছিল না, প্রায়শই তাদের রক্তাক্ত করে মারা হত (Deagan, et.al.2002)। স্প্যানিশ ইতিহাসবিদ কনসুয়েলো ভারেলা বলেছেন যে "কলম্বাসের সরকার এক ধরণের অত্যাচার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। এমনকি যারা তাকে ভালোবাসতেন তারাও ঘটে যাওয়া নৃশংসতা স্বীকার করেন (Jennings,2020)। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ বেসিল ডেভিডসন কলম্বাসকে "দাস বাণিজ্যের জনক" বলে অভিহিত করেন (Tremlett,2006)।

[১] *হিসপানিওয়ালা বর্তমানে হাইতি ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত। কলম্বাস হাইতির কোনো একটি অংশে তার ঘাঁটি করে হিসপানিওয়ালা নাম দেন।*

[২] *বর্তমান ভেনিজুয়েলা।*

[৩] *বর্তমান নাম পুয়ের্তো ক্যাস্টিলা।*

আমেরিগো ভেসপুচির অভিযান, মহাদেশ সনাক্তকরণ ও স্বীকৃতি

কলম্বাস দেশে ফেরার পর তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনে ও মানচিত্র সংগ্রহ করে কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষক পুর্তগজি রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার সহায়তায় তরুণ ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি ১৪৯৭ সালে তার অভিযান শুরু করেন (Collins English Dictionary)। তিনিও প্রথমে বাহামার কাছে পৌঁছে সেটা ভারতীয় দ্বীপমালা মনে করে ভ্রমে পতিত হন (Davis,1952)। পরবর্তীতে অভিযান দীর্ঘায়িত করে ১৪৯৯ সালে ভেনিজুয়েলা উপকুলে পৌঁছান (Lehmann 2013)। ঐ স্থানকেও তিনি ভারতীয় অংশ মনে করে পত্র দেন বলে ঐতিহাসিক নথিতে পাওয়া যায়। ১৫০১ সালে পুর্তগীজ রাজা ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪ ই মার্চ, মতান্তরে ১৩ই মে প্রথমে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো উপকুল ও পরবর্তীতে আর্জেন্টাইন উপকুলে পৌঁছে বুঝতে পারেন সেটা ভারত নয় -বরং নতুন কোনো অঞ্চল এবং প্রকৃতপক্ষে মহাদেশ (Bonari, 2013)। ১৫০২ সালে ভেসপুচি পুর্তগালে প্রত্যাবর্তন করে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে রাজকীয় সহায়তায় একাধিকবার তার নব আবিস্কৃত দ্বীপাঞ্চল ও উপকুলীয় এলাকা ভ্রমণ করেন (HISTORY.com Editors, 2023; Markham,2018)|

এই ইতালীয় বংশোদ্ভুদ পুর্তগীজ নাবিকের নামেই আমেরিকা নামকরণ। উল্লেখ্য, ঐসময় স্পেন ও পুর্তগাল একই রাষ্ট্র ছিল। পুর্তগীজ রাণী ইসাবেলা স্পেনের রাজা পঞ্চম ফার্ডিনাণ্ডকে বিয়ে করায় দুই রাষ্ট্র এক হয়ে যায় (ইমামউদ্দীন,২০১৯)। প্রকৃতপক্ষে পীরেনীজ পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত স্পেন ও পুর্তগালকে একত্রে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ বলা হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণে সৃষ্ট পীরেনীজ পর্বতের কারণে এই উপদ্বীপ ইউরোপের মূল ভূ-খণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন (Almagià, 2022)।

আমেরিগো ভেসপুচি দেশে ফিরে তার সমুদ্রযাত্রা ও ভ্রমণকৃত ভূ- ভাগ সম্পর্কে প্রকাশনা করেন যা ইউরোপে ব্যাপক সমাদৃত। ১৫০৭ সালে জার্মান ভূগোলবিদ মার্টিন সিমুলার তাঁর *Cosmographia Introduction* বইটিতে আমেরিগোকে আমেরিক্স নামে পরিচয় করিয়ে নতুন ভূ-ভাগের আবিস্কারক হিসেবে তার নামে আমেরিকা নামকরনের প্রস্তাব করেন (মনসুর ,২০১৯)।

বৃটিশ আগমন

উত্তর আমেরিকার পুণঃ আবিস্কার ও ঊপনিবেশ স্থাপন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। রাজা সপ্তম হেনরীর সময় ১৪৯৭ সালের ২৪শে জুন জন জন ক্যাবোট নামে এক নাবিক আমেরিকার মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছান। তাঁর অবতরনের স্থান ছিল কানাডার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের বানাভিস্তা অন্তরীপ। তিনি পরবর্ততে কানাডার বিস্তীর্ণ উপকুলরেখা বরাবর অভিযান পরিচালনা করেন এবং আবিস্কারের বিষয় রাজাকে অবহিত করে পুরস্কৃত হন((Britanica. 1966)।

প্রকৃতপক্ষে জন ক্যাবট ছিলেন একজন ইতালীয় নেভিগেটর এবং এক্সপ্লোরার। ১৪৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৪৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্যাবটের অবস্থান এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, তবে ধারণা করা হয় যে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে ইংল্যান্ডে চলে আসেন এবং ১৪৯৫ সালের শেষের দিকে ব্রিস্টলে বসবাস শুরু করেন। ১৪৯৬ সালের ৫ মার্চ ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি সপ্তম ক্যাবট এবং তার পুত্রদের কাছে পেটেন্ট পত্র জারি করেন, যাতে তারা অজানা ভূমির সন্ধানে ভ্রমণ করতে, ব্রিস্টল বন্দর দিয়ে তাদের পণ্য ফেরত দিতে এবং সেখানে তারা যে কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার একচেটিয়া অধিকার উপভোগ করতে পারে। স্পেনের পক্ষে কলম্বাসের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের খবর ইংরেজদের পদক্ষেপের জন্য একটি অনুপ্রেরণা ছিল এবং ব্রিস্টল বণিকদের কাছ থেকে ক্যাবটের জন্য কিছু সমর্থন নিশ্চিত করে(Johnson,2020)।

বৃটিশ কিংবদন্তী অনুযায়ী,ম্যাডোগ নামে একজন ওয়েলশ রাজপুত্র এবং তার অনুসারীরা ওয়েলসে সহিংসতা এবং রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে জাহাজে করে পালিয়ে যান (Curtis, 1909)। প্রাচীন সেল্টিক মানচিত্র এবং চার্ট ব্যবহার করে তারা আটলান্টিক অতিক্রম করেন এবং ১১৭০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকুলে অবতরণ করেন। পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে গমন করে তারা আলাবামা, জর্জিয়া এবং টেনেসিতে সুরক্ষিত বসতি স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে ১৫০০-এর দশকের মাঝামাঝি এবং ১৮০০-এর দশকের গোড়ার দিকে 'ওয়েলশ ইন্ডিয়ান' আবিষ্কারের দাবির জন্ম দেয় (Silverberg 1963)। গবেষক জর্জ ক্যাটলিন বিশ্বাস করতেন যে তিনি মান্দান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এই ওয়েলশ বসতি স্থাপনকারীদের

বংশধরদের খুঁজে পেয়েছেন, যাদের অনেকেই নীল চোখের ছিলেন এবং যাদের ভাষায় ওয়েলশের উপাদান ছিল। এই বসতি কলম্বাসের তিন শতাধিক বছর আগে (Mowat,2000)।

আইরীশ অভিগমন

আইরীশ কিংবদন্তি অনুসারে, সন্ন্যাসী সেন্ট ব্রেন্ডন ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণ প্রায় ৩০০ বছর পরে "নাভিগেটিও স্যাঙ্কটি ব্রেন্ডানি" (সেন্ট ব্রেন্ডনের ভ্রমণ) নামে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি কাঠের কঙ্কাল দিয়ে তৈরি এবং ট্যান করা গরুর চামড়া দিয়ে ঢাকা একটি ঐতিহ্যবাহী আইরিশ পশ্চিম উপকূলের নৌকাতে ব্রেন্ডন এবং তার সহ-সন্ন্যাসীরা ভাইকিংদের প্রায় চারশ বছর আগে এবং কলম্বাসের প্রায় আটশ বছর আগে ফ্যারো দ্বীপ, আইসল্যান্ড এবং সম্ভবত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে ভ্রমণ করেছিলেন (Knudsen,2022; Severin,1978)।

১৯৭৬ সালে, টিম সেভেরিন আয়ারল্যান্ড থেকে নিউফাউন্ডল্যান্ডে একটি ঐতিহ্যবাহী আইরিশ নৌকায় ভ্রমণ করেছিলেন, যা প্রমাণ করে, সেন্ট ব্রেন্ডন ঐভাবে সমুদ্রযাত্রা করতে পারতেন (Lesser 1983)। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় দুটি পেট্রোগ্লিফ (পাথরের খোদাই) আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভূতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রবার্ট এল. পাইল বিশ্বাস করেন যে এগুলি ওঘাম নামক একটি পুরানো আইরিশ লিপিতে লেখা হয়েছিল (Williams, 1991) দশম শতাব্দীতে যখন নর্সম্যান বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা উত্তর আমেরিকায় এসে পৌঁছায়, তখন তারা প্রমাণ পায়, আইরিশরা তাদের আগেই সেখানে গিয়েছিল((Sertima, 1976)। সাম্প্রতিক সময়ে গবেষকরা প্রমাণ করেছেন কিংবদন্তিতে বর্ণিত আয়ারল্যান্ড থেকে নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং বাহামা হয়ে ফ্লোরিডা যাওয়ার সমুদ্রপথটি প্রাচিন সমুদ্রগামী নৌ- চলাচলে ব্যবহৃত হত । তারা এটাও বলেন, আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন সেল্টিক চার্চের পুরোহিতরা পৌত্তলিক ভাইকিংদের সমুদ্র আক্রমণ থেকে পালিয়ে, ব্রেন্ডনের পথ অনুসরণ করে প্রথমে আইসল্যান্ড, তারপর গ্রিনল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং অবশেষে, উত্তর আমেরিকার গভীরে আশ্রয় নেয় (Fische,1907)।

চীনা যোগসুত্র

১৪২১ সালে মিং রাজবংশের রাজত্বকালে চীনা নাবিক জেং হে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকুলে পৌঁছান। এর আগে তিনি আফ্রিকার পূর্ব উপকুল হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকুলীয় জনপদগুলি ভ্রমণ করেন। এডমিরাল হের পরিচালনায় ঝো ওয়েন, ঝো ম্যান, ইয়াং কুয়িং, এবং হং বাও ১৪২১-১৪২৩ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকা, এন্টার্কটিকা, ও গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকুল আবিস্কার করেন। তবে চীনা শাসকদের উপনিবেশ স্থাপনের নীতি না থাকায় ঐসব অভিযান শুধু কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকে (Menzies,2003)। চীনের হুই জনগোষ্ঠীর জেং হে এর আগে ১৪০৯- ১৪১৫ সাল পর্যন্তও কয়েকবার সমুদ্র অভিযান করে ১৪১৮ সালে বিশ্ব মানচিত্র প্রকাশ করেন যেখানে ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলের বিবরণ ছিল (Kahn,2006) ।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা যায়, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের প্রায় ২৮০০ বছর আগে চীনা নাবিকরা আমেরিকা গমন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েরে গবেষক জন রুসক্যাম্প প্রাচিন চীনা পাণ্ডুলিপি এবং মেক্সিকোর উচ্চভূমিতে প্রাপ্ত চিত্রলিপি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হন, খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে চীনাদের সাথে তৎকালনি মার্কিন জনগনের যোগাযোগ ছিল। রুসক্যাম্প দাবি করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্ত ওরাকল বোন চিত্রলিপি নামে পরিচিত, চিহ্নগুলি সম্ভবত তৃতীয় শাং রাজবংশের রাজা দা জিয়াকে দেওয়া একটি ধর্মীয় বলিদান এবং একটি 'শুভ' ১০ দিনের পবিত্র সময়ের ভবিষ্যদ্বাণীও লিপিবদ্ধ করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রতীকগুলির লিখিত ক্রম শাং এবং ঝো রাজবংশের সময় প্রাচীন চীনা আচার-অনুষ্ঠানের নথিভুক্তির জন্য ব্যবহৃত বাক্য গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চীনে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কুকুর বলিদান খুবই জনপ্রিয় ছিল। রুসক্যাম্প অ্যারিজোনার পেট্রিফাইড ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্কে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি চীনা হাতির চিত্রলিপি খুঁজে পাওয়ার দাবিও করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে এশীয় অভিযাত্রীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেভাদার গ্রেপভাইন ক্যানিয়নে পাওয়া আরেকটি চিত্রলিপি ১,৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বলে অনুমান করা হচ্ছে (Ians,2012) ।

আমেরিকাকে প্রাচিন চীনা ইতিহাসে ফুসাংদেশ বলা হয়েছে। ৬ ষ্ঠ শতাব্দীর ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী হুই শেন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে(Chua 2008, Ians,2012)। প্রাচীন আমেরিকায় চীনারা সক্রিয় ছিল এই ধারণাকে সমর্থন করার জন্য কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন চীনা মুদ্রা, জাহাজের নোঙর এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ আমেরিকার উপকূলে আবিষ্কৃত হয়েছে - এগুলি২০০০বছর আগের বলে ধারনা করা হয়! এছাড়াও, ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি হুই শেন এর বর্ণনাগুলি নতুন বিশ্ব

সম্পর্কে আমরা যা জানি তার সাথে কিছুটা মিলে যায় (Ptak 2005)। অনেক পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদ এই ধারণাটি গ্রহণ করেছেন যে চীনারা কেবল নতুন বিশ্ব পরিদর্শন করেনি বরং এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছে।, প্রাচীন চীনে জাহাজ নির্মাণ এবং নৌচলাচলের সক্ষমতা থাকায়, চীনারা প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে অভিযান শুরু করেছিল (Fritze, 2009)।

জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের যোগসুত্র

প্রত্নতাত্ত্বিক বেটি মেগার্স বলেন,৩০০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ইকুয়েডরের উপকূলীয় ভালদিভিয়া সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত মৃৎশিল্পের সাথে জাপানের জোমন আমলে উৎপাদিত মৃৎশিল্পের মিল রয়েছে ((Mcewan and Dickson, 1978)। প্রত্নতাত্ত্বিক এমিলিও এস্ত্রাদা এবং তার সহকর্মীরা লিখেছেন , উপকূলীয় ইকুয়েডরের ভালদিভিয়া সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত এবং খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০ সালের মৃৎশিল্প জাপানের জোমন আমলে উৎপাদিত মৃৎশিল্পের সাথে মিল থাকায় দুটি সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল বলে ধারনা করা যায় (Estrada,etal. 1962, Evans, el.al.1966) ।

আলাস্কার নৃবিজ্ঞানী ন্যান্সি ইয়াও ডেভিস দাবি করেন জাপানিদের সাথে নিউ মেক্সিকোর জুনি জনগোষ্ঠীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে। জুনি ভাষা একটি ভাষাগত বিচ্ছিন্নতা, এবং ডেভিস দাবি করেন যে রক্তের ধরণ, স্থানীয় রোগ এবং ধর্মের দিক থেকে এই সংস্কৃতি আশেপাশের স্থানীয়দের থেকে আলাদা বলে মনে হয়। ডেভিস অনুমান করেন জাপান থেকে বৌদ্ধ পুরোহিত ও কৃষকরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে, আমেরিকান দক্ষিণ-পশ্চিমে ভ্রমণ করে এবং জুনি সমাজকে প্রভাবিত করে(Davis& Nancy,2000) ।

ক্যাথরিন ক্লার এবং টেরি জোন্স সহ গবেষকরা ৪০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার চুমাশ জনগণের সাথে হাওয়াইয়ানদের যোগাযোগ ছিল বলে ধারনা করেন। চুমাশ এবং প্রতিবেশী টংভা দ্বারা তৈরি বিশেষ নকশার ক্ষুদ্র নৌযানগুলি উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে অনন্য, (Jones, et.al.2005) । তবে পলিনেশিয়ান এবং মেলানেশিয়ানদের দ্বারা গভীর সমুদ্র ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত বৃহত্তর নৌযানের নকশার সাথে মিল রয়েছে(Adams, et.al,2008)। এই ধরণের জাহাজের জন্য চুমাশ শব্দ টোমোলো'ও, হাওয়াইয়ান শব্দ tumula'au/kumula'au থেকে এসেছে(Arnold,2007) । জাহাজের নির্মাতারা কাঠ খোদাই করে নৌযানে সংযুক্ত করার জন্য তক্তা তৈরি করত(Arnold,J.E.2007) । এই ধারনাটি আধুনিক গবেষকদের দ্বারা সমর্থিত (Gamble,2002)।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান (ভাইকিং) অভিযান ও আমেরিকা আবিস্কার

উত্তর আমেরিকায় নর্স, বা ভাইকিং ভ্রমণের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উভয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। গ্রীনল্যান্ডে একটি নর্স উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল দশম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ১৫ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল (Ashe, 1971)। ১৯৬১ সালে, প্রত্নতাত্ত্বিক হেলগে এবং অ্যান ইংস্ট্যাড কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডের উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত ল'আনসে অক্স মিডোস নামক স্থানে একটি নর্স বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন (Wahlgren, 1986) ।

ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম আমেরিকার মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছানোর নথিগত রেকর্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান বিজেতা রাজপুত্র লীপ এরিখসন। তিনি কলম্বাসের ৪৯০ বছর আগে ১০০২ সালে ঐ গোলার্ধে গমন করেন। তিনি কানাডার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড উপকুলে অবতরন করেছিলেন। প্রচুর আঙ্গুর উৎপাদনের জন্য ঐ অঞ্চল তখন ভাইনল্যাণ্ড নামে অভিহিত হত (Weiner,2007) । ধারনা করা হয় ভাইনল্যাণ্ডই বর্তমান নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড (Howgaard, 1971) ।

ইতিহাসে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের ভাইকিং বলে অভিহিত করা হয় (Sindbaek and Trakadas.2014) । পরবর্তীতে লীপ ও তাঁর অনুসারীরা ভার্জিনিয়া ও মেরীল্যাণ্ডে গমন করেন। লীপ দেশে আসার পর তাঁর ভাই থোরভাল্ড আবার উত্তর আমেরিকায় যান। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধে আহত হলে তিনি আর সেখানে অবস্থান করেননি (Margeson & Williams, 2016)। ভাইকিং নামে খ্যাত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের উত্তর আমেরিকা অভিযানের ভিত্তিভূমি ছিল গ্রীণল্যাণ্ড((Howgaard, 1971)। ৯৮২ সালে লীপের বাবা এরিখ দা রেড সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, গ্রীণল্যাণ্ডের বড় অংশ তখন কৃষি ও বনভূমি ছিল (রউফ ,১৯৮১)। জলবায়ু পরিবর্তনে ১২৫০- ১৪৫০ সালের মধ্যে সমগ্র গ্রীণল্যাণ্ডের তাপমাত্রা ব্যাপক কমে যেয়ে সেখানে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি হলে ভাইকিংরা গ্রীণল্যাণ্ড হতে উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে (আহমদ,২০১০)।

আরবদের আমেরিকা গমন ও বসতি

আলবেরুনী ৯৭৩ সালে আমেরিকার বর্তমান ভূ-খণ্ডকে নতুন পৃথিবী হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি ঐ ঐলাকার বর্ণনাও দিয়েছেন। তাঁর অগে ৯৪০ সালে আল মাসুদী মরুজ্জুহাব গ্রন্থে বর্তমান আমেরিকার বিভিন্ন ঐলাকায় মরক্কোর নাবিক খাশখাশের অভিযানের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার একাধিক এলাকার আরবী শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে ধারণা করা যায়, ৭০০ শতক থেকে আরব ও আফ্রিকান নাবিকরা আমেরিকায় যাতায়ত করতেন। ১১৭৫ সালে স্পেনীয় আরব ভূগোলবিদ আল ইদরীসির মানচিত্রে আমেরিকা মহাদেশের অবয়ব পাওয়া যায়(Jefriz,1956)।

মুসলিম ঐতিহাসিক আবু আল-হাসান আলী আল-মাসুদী (৮৭১-৯৫৭) এর মতে, খাশখাশ ইবনে সাঈদ ইবনে আসওয়াদ ৮৮৯ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে যাত্রা করেছিলেন এবং অজানা একটি ভূমি (আরবি আর্দ মাজহুলাহ) আবিষ্কার করে মূল্যবান ধনসম্পদ ভর্তি জাহাজ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন (Khair,2006, Ali al Masudi,940)।

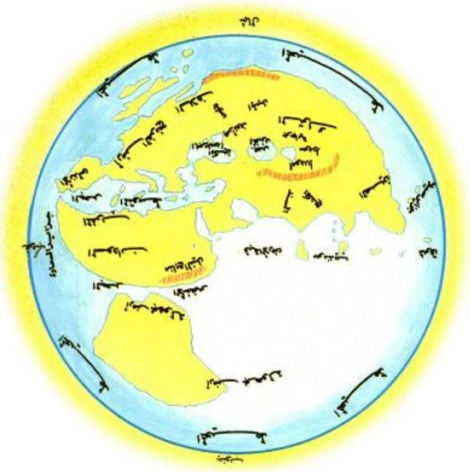

আল-মাসুদীর বিশ্ব মানচিত্র(৯৪০ খৃষ্টাব্দ)

উৎস:
http://www.cambridgemuslims.info/didyouknow/AlMasudi/Default.htm

আল-মাসুদি তাঁর বইতে একটি মানচিত্রও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই মানচিত্রে, তিনি আটলান্টিক মহাসাগর জুড়ে একটি বিশাল এলাকা আঁকেন, যাকে তিনি "অজানা অঞ্চল" বলে অভিহিত করেছিলেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই এলাকাটি আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করে (Moeed,2024)।

অসংখ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে স্পেন এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে মুসলমানরা কলম্বাসের কমপক্ষে পাঁচ শতাব্দী আগে আমেরিকায় এসে পৌঁছেছিল। উদাহরণস্বরূপ, দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি উমায়েদ খলিফা আব্দুর-রহমান তৃতীয় (৯২৯-৯৬১) এর শাসনামলে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মুসলমানরা স্পেনের ডেলবা (পালোস) বন্দর থেকে পশ্চিম দিকে "অন্ধকার ও কুয়াশার মহাসাগরে" যাত্রা করেছিল। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তারা "অদ্ভুত এবং কৌতূহলী ভূমি" থেকে প্রচুর লুণ্ঠন নিয়ে ফিরে এসেছিল। ঐ ভূমিই নতুন পৃথিবী বা আধুনিক আমেরিকা(Hisham,1998)।

ইউরোপীয় বর্ণনাকারীদের মতে, আরবরা ১১৭৮ সালে আমেরিকা আবিস্কার করে বা সেখানে পৌঁছায়। কলম্বাস তার বর্ণনায় কিউবার একটি পাহাড়ে মসজিদের অবস্থান ছিল বলে উল্লেখ করেন (Bextar,2000, BBC News14 november 2014)। মুসলিম অভিযানের প্রাথমিক চীনা বিবরণে বলা হয়েছে যে মুসলিম নাবিকরা মুলান পাই ("ম্যাগনোলিয়া স্কিন") নামক একটি অঞ্চলে পৌঁছেছিলেন। ঝো কুফেই কর্তৃক লিংওয়াই দাইদা (১১৭৮) এবং চাও জুকুয়া কর্তৃক ঝুফান ঝি (১২২৫) -এ মুলান পাই-এর উল্লেখ রয়েছে, যাকে একসাথে "সুং ডকুমেন্ট" বলা হয়। মুলান পাইকে সাধারণত আলমোরাভি রাজবংশের (আল-মুরাবিতুন) স্পেন এবং মরক্কো হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, (Qiong Zhang 2015)। তবে এটাকে আমেরিকার অংশও বলা হয়(Needham, & Ronan 1986)।

১৯৬১ সালে মুলান পাইকে আমেরিকার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করার একজন সমর্থক ছিলেন ইতিহাসবিদ হুই-লিন লি (Hui-lin Li; Li, Hui-lin,1961) এবং জোসেফ নিডহ্যামও এর সমর্থক । তিনি বর্ণনা করেন, সেই সময়ে আরব জাহাজগুলি আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে প্রত্যাবর্তন যাত্রা সহ্য করতে সক্ষম হত । বাতাস এবং স্রোতের জ্ঞান ছাড়া একটি প্রত্যাবর্তন যাত্রা অসম্ভব ছিল (Needham, & Ronan 1986) ।

কলম্বাসের পূর্বসূরী স্পেনীয় আরবরা অনেক আগেই আমেরিকার বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করে বলে খোদ কলম্বাসই বর্ণনা করেছেন। ১৪৯২ সালের অভিযানে জ্যামাইকায় স্পেনের গ্রাণাডায় বসবাসরত আরবদের মত পোশাক পরা জনগোষ্ঠীর সাথে কলম্বাসের সাক্ষাৎ হয়। ১৪৯৮ সালে কলম্বাস ত্রিনিদাদে মরক্কোর মুরদের মত পোশাক পরা জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হন(গনেয়াবাসিরি,২০১০)। তবে কলম্বাস ও তার পরবর্তী আইবেরিয়ান নাবিকরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যাপক গণহত্যা ও জীবানু অস্ত্র প্রয়োগে অভিবাসী আফ্রিকান,আরব ও আদি মায়া জনগোষ্ঠীকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলে(দাস,২০১৫)।

ইবনে খলদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুকাদ্দিমায় তাঁর কৃত পৃথিবীর প্রথম অঞ্চল আফ্রিকার পশ্চিম দিকে কতকগুলি চিরকালীন দ্বীপ অঞ্চলের বর্ণনা দেন যা মূল ভূ- খণ্ডের অংশ নয়। দ্বীপের সংখ্যা অনেক হলেও বৃহৎ মাত্র তিনটি। ঐ অঞ্চলে হটাৎ যাওয়া যেত বায়ু ও স্রোতের গতিপথ জেনে। ঘন কুয়াশার জন্য জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটত। অধিবাসীরা সূর্যের উপাসনা করত। ঐশ্বরিক ধর্মের বাণী তাদের কাছে যায়নি (কোরায়শী,২০০৭)। ইবনে খলদুনের ত্রয়োদশ শতকের ঐ বর্ণনা নিঃসন্দেহে আমেরিকা মহাদেশ ও ক্যারিবীয় দ্বীপমালা সম্পর্কিত। মূল ভূ-খণ্ড বলতে মহাদেশীয় ভূ-ভাগ বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। তিনটি বৃহঃ দ্বীপ হতে পারে কিউবা, জ্যামাইকা ও হিসপানিওয়ালা (Hasen,2009) ।

কোনো কোনো গবেষকের মতে, মুসলিমরা সম্ভবত ৭০০ এর দশকের প্রথম দিকে আমেরিকায় পৌঁছেছিল। তারা দাবি করে যে খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদের শাসনামলে ৮৮৮ থেকে ৯১২ সালের মধ্যে নাবিকরা ইসলামিক স্পেন থেকে বিশেষ করে বন্দর শহর ডেলবা (বর্তমানে পেলোস নামে পরিচিত) থেকে ভ্রমণ করেছিলেন । কলম্বাসের সাত শতাধিক বছর আগে আবু আমের হামদানি আটলান্টিকের পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন, কলম্বাসের বর্ণনার সাথে তার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায় (হাফিজ,২০১৭)।

সৌদি চলচ্চিত্র নির্মাতা খালিদ আবুল খাইর "আমরা কলম্বাসের আগে আমেরিকা আবিষ্কার করেছি" শিরোনামের একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবী করেন আল-আন্দালুসের আরব এবং মালির মুসলিম রাজ্য কলম্বাসের কয়েক শতাব্দী আগে আমেরিকায় পৌঁছেন । আল-আন্দালুসের আরবদের সম্পর্কে এই দাবির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্পেনের ইতিহাসবিদ লুইসা ইসাবেল আলভারেজ ডি টলেডো থেকে এসেছে। তিনি ইউরোপের বৃহত্তম ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগারগুলির একটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তার গবেষণার মাধ্যমে, তিনি নিশ্চিত হন যে আল-আন্দালুসের আরবরা (আধুনিক স্পেন) আমেরিকা আবিষ্কার করেছে এবং নিয়মিত দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছে। তিনি দাবি করেছিলেন কলম্বাসের আগমনের অনেক আগে থেকেই আমেরিকার স্থানীয় গাছপালা, ভুট্টা এবং মরিচ সহ অন্যান্য দ্রব্য স্পেনীয় মুসলিমরা আমদানী করত। তিনি তার তত্ত্বের রূপরেখা দিয়ে দুটি বই প্রকাশ করেছিলেন (Arab News 11 November 2024)।

কিং ফয়সাল সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজের গবেষক সুলেমান আল-দীব দাবি করেছেন যে ১৫ শতকে ক্রিস্টোফার কলম্বাস সেখানে পৌঁছানোর অনেক আগেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে আল-দীব বলেছেন যে কলোরাডোর একটি সামরিক ঘাঁটিতে পাওয়া খোদাই নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ১৫ জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন। লেখাটি যাচাই করে দেখা গেছে যে এটি আরব উপদ্বীপে পাওয়া খোদাইয়ের মতোই আরবি।তিনি ব্যখ্যা দেন, এই খোদাইগুলি দশম শতাব্দীর এবং সেই যুগে অভিবাসনের ইঙ্গিত দেয়। তিনি বলেন, আমেরিকা থেকে তাকে পাঠানো প্রাচিন খোদাইকর্মটির পাঠোদ্ধারে কোনো সমস্যা হয়নি। আল-দীব বলেন, পাথরের খোদাই শিল্পকর্মগুলিতে সেই যুগের তাদের জীবন, ধর্ম, খাদ্য ও পানীয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (Arab News. June 07, 201603:00) ।

১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যারয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর বামহফ আমেরিকার বিভিন্ন অংশে প্রপ্ত কিছু নিদর্শন থেকে কলম্বাসের বহু পূর্বে ঐ অঞ্চলে মুসলিম আগমনের বিষয়ে প্রমাণ দেন। এর মধ্যে নওদার উপকুলবর্তী এলাকায় প্রাপ্ত পাথরে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এবং ঈসা বিন মরিয়ম আরবীতে খোদাই করা। ১৮ টি পাথরে আরবীতে খোদাই করা আল্লাহ ও মোহাম্মদ পেয়েছেন। কালিমা শাহাদত খোদাই করা পাথরও তিনি পেয়েছেন । এছাড়া উত্তর আমেরিকার টেনেসি নদীর তীরে প্রাপ্ত ঝিনুক মুদ্রাও আফ্রিকা হতে মুসলিমদের আনা বলে অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রমাণ হতে ধারনা করা হয়, আরব মুসলিমরা হিজরী প্রথম শতকেই আমেরিকায় পৌঁছায় (আহমদ,২০১২)।

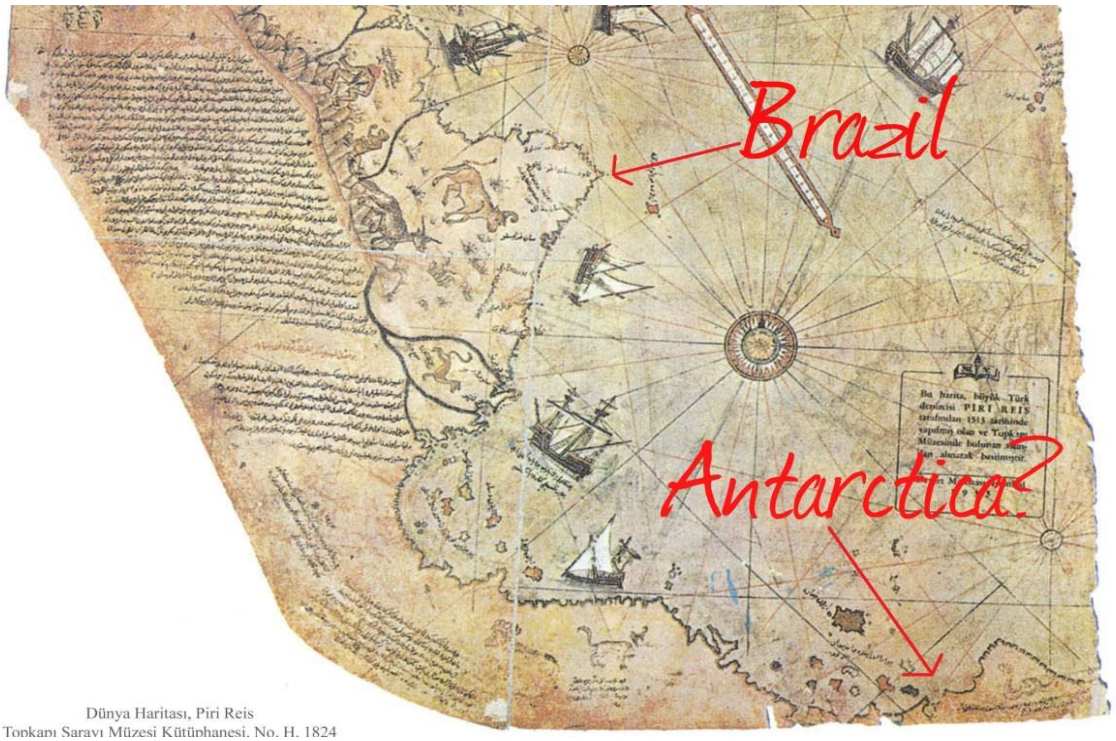

মানচিত্র (তুর্কী নাবিকদের কৃত আমেরিকার অবস্থান)। উৎস: Cuoghi, Diego (2002), "Part 1 (Piri Reis)", The Mysteries of the Piri Reis map, archived from the original on 10 March 2004, retrieved 29 July 2023, translation of: Cuoghi, Diego (2003), "I Misteri Della Mappa di Piri Reis", Gli enigmi della storia, Milan: Edizioni Piemme.

অস্ট্রেলিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ ম্রুয়েহ বলেন,১২ অক্টোবর, ১৪৯২ তারিখে, কলম্বাস বাহামাসের একটি ছোট দ্বীপে পৌঁছেছিলেন, যার নাম তিনি পরিবর্তন করেছিলেন। আদিবাসীরা এটিকে "গুয়ানাহানি" বলে ডাকত। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এই নামটি প্রাথমিক মুসলিম দর্শনার্থীদের দ্বারা আনা দুটি আরবি শব্দ থেকে এসেছে।"গুয়ানা" মানে "ভাই" এবং "হানি" একটি ঐতিহ্যবাহী আরবি নাম, যা দ্বীপের নাম "হানি ব্রাদার্স" বোঝায়। নিকটবর্তী হন্ডুরাসে, একটি স্থানীয় উপজাতিকে "আলমামি" বলা হত, যা আরবি শব্দ "আল-ইমাম" এর অনুরূপ, যার অর্থ একজন প্রার্থনা নেতা (Mrouch,1996)।

উৎস: Gaspar, Joaquim Alves (2015), "The Representation of the West Indies in Early Iberian Cartography: A Cartometric Approach", *Terrae Incognitae*, **47** (1): 10–32, doi:10.1179/0082288415Z.00000000041, S2CID 128885931

মানচিত্র: আদি আইবেরিয়ান মানচিত্রে আমেরিকা মহাদেশ

ক্রিস্টোফারের পুত্র ফার্দিনান্দ কলম্বাস হন্ডুরাসে তার বাবার দেখা কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কে লিখেছিলেন: "পোর্ট ক্যাভিনাসের আরও পূর্বে, কেপ গ্রাসিওস আ ডিওস পর্যন্ত যারা বাস করে, তারা প্রায় কালো রঙের।" একই সময়ে, এই একই অঞ্চলে, আলমামি নামে পরিচিত মুসলিম আদিবাসীদের একটি উপজাতি বাস করত। মান্ডিঙ্কা এবং আরবি ভাষায় আলমামি ছিল "আল-ইমাম" বা "আল-ইমামু" উপাধি, যিনি নামাজের নেতৃত্ব দেন, অথবা কিছু ক্ষেত্রে, সম্প্রদায়ের প্রধান, এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য(Thacher,1903)।

সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী ডঃ ব্যারি ফেল তার বই "সাগা আমেরিকা"-তে দাবি করেছেন যে নতুন বিশ্বে প্রাথমিক মুসলিম উপস্থিতির শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফেল পশ্চিম আফ্রিকান সংস্কৃতিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেটিভ আমেরিকানদের সাথে তুলনা করেছেন, সংস্কৃতি, ভাষা এবং এমনকি পেট্রোগ্লিফ নামে পরিচিত ইসলামিক খোদাইগুলির মধ্যে মিল লক্ষ্য করেছেন। ব্যারি ফেলের দাবি পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমানরা 'নিউ ওয়ার্ল্ড'-এ স্থানীয় উপজাতিদের বিয়ে করেছিল (Mrouch,1993) ।

নিউজিল্যান্ডের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ ডঃ ব্যারি ফেল তার "সাগা আমেরিকা" গ্রন্থে বিস্তারিত প্রমাণ দেখিয়েছেন যে কলম্বাস আসার আগে মুসলমানরা কেবল আমেরিকাতে ছিলই না, বরং সেখানেও খুব সক্রিয় ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের পিমা জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং অ্যালগনকুইয়ান ভাষার শব্দভাণ্ডারে অনেক শব্দ ছিল যা আরবি উৎপত্তি এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মতো জায়গায় ইসলামিক পেট্রোগ্লিফ পাওয়া যেত (Fell, 1980) ।

ফেলের মতে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ইনিও কাউন্টিতে আরেকটি পেট্রোগ্লিফ রয়েছে যা বলে, "ইয়াসুস বিন মারিয়া" যার আরবি অর্থ, "মরিয়ের পুত্র যীশু"। এটি কোনও খ্রিস্টান বাক্যাংশ নয়; প্রকৃতপক্ষে, বাক্যাংশটি পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং আয়াতে পাওয়া যায়। ফেলের বিশ্বাস, এই গ্লিফটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে শতাব্দী প্রাচীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা রাজ্যগুলিতে তিনি পাথরের উপর খোদাই করা লেখা, চিত্র এবং চার্ট খুঁজে পান যা ৭০০-৮০০ খ্রিস্টাব্দের স্কুল শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত। স্কুলে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সমুদ্র চলাচলের মতো বিষয়গুলিতে পড়াশোনা করা হত। শিক্ষার ভাষা ছিল উত্তর আফ্রিকার কুফিক আরবি (Fell, 1984) ।

স্পেনীয় মুর ভূগোলবিদ আল কারমালী বলেন, কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার অনেক আগে থেকেই মুসলিমরা আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছেছিল। তিনি লিখেছেন, মুসলিম নাবিকরা আটলান্টিকের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। উপসাগরীয় স্রোতের গতি অনুসরণ করে কিভাবে মেক্সিকো থেকে অয়ারল্যাণ্ডে যাতায়ত করা যায় সে সম্পর্কে তারাই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান রাখতেন(সারজানি,২০২১)। জার্মান ভূগোলবিদ মার্টিন বেহাইম ১৪৯২ সালে প্রকাশ করেন, স্পেনীয় মুসলিমরা ৭৩৪ সালে এন্টিলিয়া আবিষ্কার করে সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এন্টিলিয়া হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যারিবীয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরীয় দ্বীপমালা(আমিন,২০০২, মঈনউদ্দীন,১৯৮৮)। রাশিয়ান স্কলারদের মতে, কলম্বাসের অনেক আগে আরবীয় মুসলিম নাবিকরা ইন্দোনেশিয়া হয়ে আমেরিকার পূর্ব উপকুলে গমন করে। ক্যালিফোর্নিয়া নামও আরবী Kaal Manaremeaning থেকে নেয়া যার অর্থ আলো ঘর সদৃশ(আহমাদ,২০১২)।

১৯২৯ সালে জার্মান স্কলার পল আর্নেস্ট কাহলে পঞ্চদশ শতকে তুরস্কের তোপকাপি প্যালেস লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত পঞ্চদশ শতকে তুর্কী নৌ সেনাপতি, ভূগোলবিদ ও মানচিত্রাঙ্কনবিদ মহিউদ্দীন আর রেয়িসের একটি মানচিত্র উন্মুক্ত করেন যেখানে আমেরিকান ভূ-খণ্ড, উপকুল,বন্দর ও দ্বীপসমূহ অঙ্কিত আছে। এছাড়া উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু ও সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যও প্রদর্শিত হয়েছে (সারজানি,২০২১)।

পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক

কলম্বাস আমেরিকা যাওয়ার অনেক আগে প্রাচিন লুবিয়া বা মেক্সিকোর সাথে পশ্চিম আফ্রিকা ও মিশরের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল (Barton, 2004)। লিও উইনারের "আফ্রিকা অ্যান্ড দ্য ডিসকভারি অফ আমেরিকা" বইটিতে পশ্চিম আফ্রিকার মান্ডিঙ্কা জনগণের সাথে মেসোআমেরিকান ধর্মীয় প্রতীকগুলির মধ্যে মিল পাওয়া যায় (Winner,1922) এবং উভয় সংস্কৃতিতে প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে মিল রয়েছে, যেমন "কোর", "গাদওয়াল", এবং "কুবিলা" (আরবিতে) অথবা "কোফিলা" (মান্ডিঙ্কায়) [Winner,1921] । মালির উৎসগুলি বর্ণনা করে যে ১৩১১ সালে আবু বকর দ্বিতীয়ের নেতৃত্বে মালি সাম্রাজ্যের একটি নৌবহরের নতুন বিশ্ব ভ্রমণকে কেউ কেউ নতুন বিশ্বে ভ্রমণ বলে মনে করেন (Baxter,2000) ।

ক্রিস্টোফার কলম্বাসের জার্নালের একমাত্র পরিচিত প্রাথমিক উৎস-ভিত্তিক অনুলিপি (বার্তোলোমে দে লাস কাসাস দ্বারা লিখিত) অনুসারে, কলম্বাসের তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল দুটি বিষয় প্রমাণ করা - (১) পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন এর দাবি যে "গিনির [পশ্চিম আফ্রিকা] উপকূল থেকে [পশ্চিম আফ্রিকা] যাত্রা করে পশ্চিমে পণ্য নিয়ে যাত্রা করা ক্যানো' পাওয়া গেছে" (Eliot,1963)এবং

(২) হিস্পানিওলা দ্বীপের স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি যে "দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব থেকে এস্পানোলায় এসেছিল, এক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ যাদের বর্শার শীর্ষগুলি একটি ধাতু দিয়ে তৈরি যা তারা গুয়ানিন বলে, যার মধ্যে তিনি সার্বভৌমদের কাছে নমুনা পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য, যখন দেখা গেল যে ৩২টি অংশের মধ্যে ১৮টি সোনার, ৬টি রূপার এবং ৮টি তামার"(Thacher,1903)।

মেসোআমেরিকায় আফ্রিকান উপস্থিতির প্রস্তাবিত দাবিগুলি ওলমেক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, আমেরিকায় আফ্রিকান উদ্ভিদের স্থানান্তরের দাবি এবং ইউরোপীয় ও আরবি ঐতিহাসিক বিবরণের ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভুদ ((Jhon,et.al,20004)।

ওলমেক সংস্কৃতি প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বর্তমান দক্ষিণ মেক্সিকোতে বিদ্যমান ছিল। ওলমেকরা আফ্রিকানদের সাথে সম্পর্কিত এই ধারণাটি প্রথম জোসে মেলগার দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, যিনি ১৮৬২ সালে হুয়েয়াপানে (বর্তমানে ট্রেস জাপোটেস) প্রথম বিশাল মাথা আবিষ্কার করেছিলেন (Stirling,1869)।

[১]একটি ক্যানো হল একটি হালকা, সরু জলযান, যা সাধারণত উভয় প্রান্তে তীক্ষ্ণ থাকে এবং উপরে খোলা থাকে, যা এক বা একাধিক বসে থাকা বা হাঁটু গেড়ে বসা প্যাডলারদের দ্বারা চালিত হয় যারা ভ্রমণের দিকে মুখ করে এবং প্যাডেল ব্যবহার করে
(https://www.britannica.com/technology/canoe I

আমেরিকা ও ফিনিশীয় সভ্যতা

কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার অনেক আগে থেকেই আমেরিকা মহাদেশে উত্তর ইউরোপীয়রা ছিল না, বরং খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে ফিনিশিয়ান ও ইসরায়েলীয়রা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক পেরিয়ে এই উপকূলে যাত্রা করেছিল। আধুনিক গবেষক McMenamin বলেন, ফিনিশিয়ান নাবিকরা আনুমানিক ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নতুন বিশ্ব আবিষ্কার করেছিলেন (McMenamin, 1997)। তবে এই যোগাযোগ আরো প্রাচিন। কোনো কোনো গবেষকের মতে, কলম্বাসের ২০০০ বছর আগে ফিনিশীয়রা আমেরিকা যায় (Westcott,2019)। আধুনিক গবেষকদের মতে ফিনিশীয়রা কিংবা সেমেটিক জনগোষ্ঠী অন্যদের বহু অগে বর্তমান আমেরিকায় গমন ও বসতি করে (Tellier,2009)। সারগাসো সাগর সম্ভবত পূর্ববর্তী নাবিকদের কাছে পরিচিত ছিল, কারণ চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকের লেখক রুফাস ফেস্টাস অ্যাভিনিয়াসের "ওরা মেরিটিমা" কবিতায় আটলান্টিকের একটি অংশকে শৈবাল দ্বারা আবৃত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর কার্থাজিনিয়ান নাবিক হিমিলকোর একটি হারিয়ে যাওয়া বিবরণ থেকে জানা যায় (Christensen,2013,Nelson, 2024)।

প্রাচিন ফিনিশীয় সভ্যতার সমুদ্রগামী জাহাজও মায়া-আজটেক ও ইনকা সভ্যতার জনগোষ্ঠীর আধুনিক আমেরিকায় যেত। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে কার্থেজিয়ান (বর্তমান তিউনিসিয়া) নাবিক হিমিলকো ঐ গোলার্ধে নৌ-চালনা করে শৈবাল সাগরের অস্তিত্ব আবিস্কার করেন (Myers,2002)। ফিনিশীয় নাবিকরা সুপ্রাচিনকাল থেকে ব্রাজিলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখত। ধ্রুপদী গ্রীক ইতিহাসবিদ হেরোডেটাসের মতে, ফিনিশীয় নাবিকরা ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হতে আটলান্টিকের পশ্চিমে বাণিজ্য করত (McMenamin2000)। তাদের উপনিবেশ করার আগ্রহ না থাকায় ঐ অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। এক পর্যায়ে কার্থেজ রাজা দেশী পণ্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করতে তাদের আটলান্টিকের অপর পাড়ে বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা দেন। কারণ অতিমাত্রায় রপ্তানী ও অভিগমনে রাজধানীর উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল (Karam, 2023)। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে,রিও-ডি-জেনিরো সংলগ্ন ব্রাজিলীয় উপকুলীয় এলাকাগুলিতে ফিনিশীয় নাবিকরা যাতায়ত করত এবং বসতিও করেছিল। আমাজন নদীর পূর্ব নাম ছিল সলোমস যা ফিনিশীয় সম্রাট সোলেমানের (নবী সোলেমান আ.) প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে ফিনিশীয়দের রাখা নাম (Christensen,2013)।

গবেষক Thomas Crawford Jhonston দাবি করেন, আমেরিকা মহাদেশ ফিনিশিয়ান এবং হিব্রুদের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং বসতি স্থাপন করা হয়েছিল যারা প্রায় তিনশ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, উত্তর আমেরিকা হল বাইবেলের ওফির, যা বাদশাহ সলোমনের নৌবহর দ্বারা পরিদর্শন করা হয়েছিল। তিনি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় আদিভূমি ফিনিশিয়ান ও হিব্রুদের সভ্যতা এবং নতুন বিশ্বের মায়ান, ইনকা ও অ্যাজটেক সভ্যতার মধ্যে প্রায় ছাব্বিশটি তুলনামূলক বিষয় তুলে ধরেছেন (Jhonston, 1913)।

অধ্যাপক ফেল নিউ হ্যাম্পশায়ারের মিস্ট্রি হিলের মেগালিথিক কাঠামোগুলিকে প্রাচীন সেল্টিক (সেল্টস নামটি সেইসব জাতিকে দেওয়া হয়েছিল যারা সেই একই ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আবির্ভূত হয়েছিল যেখানে বিশ্ব ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে তথাকথিত 'ইস্রায়েলের হারানো উপজাতি' অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।) সূর্য-দেবতা বেলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক ধরণের মন্দির পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (এই একই বালের উপাসনার জন্যই তাদের ইস্রায়েলীয় পূর্বপুরুষদের ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। অধ্যাপক ব্যারি

ফেলসের আরও গবেষণা নিউ ইংল্যান্ড, ওহিও এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় প্রাপ্ত পিউনিক বা ফিনিশীয় শিলালিপি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রা এবং বাণিজ্যিক পণ্য আবিষ্কারের দিকে ইঙ্গিত করে যা উত্তর আফ্রিকার ফিনিশীয় শহর কার্থেজ থেকে এসেছিল (Fell,1984)।

মিশরীয় ও মায়া সভ্যতার সম্পর্ক

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মিশরের একটা সমাধিক্ষেত্র হতে ৫০০০ বছর আগের খোদাই করা মানচিত্র আবিস্কার করেছেন যা তুরিনের মানচিত্র" নামে পরিচিত এই মানচিত্রটি প্রাচীন মিশরে তৈরি একটি শিল্পকর্ম এবং এটি কেবল প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে পরিচিত বিশ্বকেই নয়, বরং প্রাচীন সভ্যতার কাছে অজানা বলে বিবেচিত অঞ্চলগুলিকেও চিত্রিত করে। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার চিত্রায়নে আশ্চর্যজনক নির্ভুলতা, যেখানে আধুনিক ভূগোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নদী, পর্বত এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। , "তুরিনের মানচিত্র" থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মিশরীয়রা কলম্বাসের সময়ের অনেক আগে থেকেই আমেরিকার অস্তিত্ব এবং এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান রেখেছিল (Greek News and Radio, 2024)।

তুরিনের মানচিত্র

(প্রাচীন মিশরে খোদাইকৃত বিশ্ব মানচিত্র)

উৎস:
https://www.greekradiofl.com/en/discovery-of-5-year-old-Egyptian-map/

কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার নিশ্চিতভাবেই ইঙ্গিত করে যে মিশরীয়রা সামুদ্রিক বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল। প্রায় ১৪৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, রানী হাতশেপসুট পুন্ট ভূমিতে একটি রহস্যময় বিদেশী অভিযানের অর্থায়ন করেছিলেন বলে অধুনিক গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন। এতে পাঁচটি জাহাজ দেখানো হয়েছে, প্রতিটি প্রায় ৭০ ফুট লম্বা, ২১০ জন মানুষ বহন করে এবং সোনা, গাছ এবং বিদেশী প্রাণী বোঝাই করা হয়েছিল যা কেবল আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপের উপকূলে পাওয়া যায়, । এরপর, ২০১১ সালে, লোহিত সাগরের উপকূলের এক প্রান্তে একের পর এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার মিশরীয়দের সমুদ্র ভ্রমণের দক্ষতা প্রমাণ করে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মেরসা গাওয়াসিস নামে পরিচিত একটি শুকনো উপহ্রদ খনন করে একটি প্রাচীন বন্দরের চিহ্ন আবিষ্কার করেন যা একসময় খোলা সমুদ্রে হাতশেপসুটের মতো প্রাথমিক ভ্রমণ শুরু করেছিল। অ্যারিজোনা গেজেট অনুসারে, ৫ এপ্রিল, ১৯০৯ তারিখে, দুইজন স্মিথসোনিয়ান-অর্থায়িত অভিযাত্রী গুহার ভিতরে হায়ারোগ্লিফিক সহ বিভিন্ন ধরণের মিশরীয় নিদর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন (Ancient Origin,2013; Pharaohx,2024) ।

আমেরিকাতে প্রাচীন মিশরীয় উপস্থিতির পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আবিষ্কার করা কিছু নিদর্শন এবং শিলালিপি। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ঘটনা আবির্ভূত হয়েছিল, যেখানে ১৯০৯ সালে দ্য অ্যারিজোনা গেজেটে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে একটি লুকানো গুহা ব্যবস্থায় মিশরীয়-শৈলীর নিদর্শন আবিষ্কারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মূর্তি, হায়ারোগ্লিফিক খোদাই, এমনকি মমি সহ এই বস্তুগুলি ইঙ্গিত দিতে পারে যে মিশরীয়রা হাজার হাজার বছর আগে আমেরিকায় পৌঁছেছিল (Rensselaer, 1923)।

মিশরীয় আসেমা টিভিতে ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে সাক্ষাৎকারে, ইতিহাসবিদ এবং চলচ্চিত্র পরিচালক ডঃ আহমেদ সারহান দাবি করেছিলেন যে "আদিবাসী আমেরিকানদের জিন ৯৫% উচ্চ মিশরের দক্ষিণের মানুষের সাথে মিলে যায়," যারা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানের আগে এই মহাদেশে বসবাস করত। ডঃ সারহানের মতে, "এই ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য" আদিবাসীদের নির্মূল করা হয়েছিল। আমরা সকলেই ক্রিস্টোফার কলম্বাসের গল্পের সাথে পরিচিত, যিনি দুটি আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। যখন তিনি পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন, আটলান্টিক পেরিয়ে, তিনি গ্রানাডা দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ভারতে পৌঁছে গেছেন - তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারত আবিষ্কার করা আদিবাসীদের (যাদের তারা রেড ইন্ডিয়ান বলে ডাকত) - ধ্বংস করা। এই

ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত, আদিবাসী আমেরিকানদের ভাষার ৮০% অক্ষর আসলে হায়ারোগ্লিফিক (Sarhan,2015)। ডঃ আহমেদ সারহানের দাবীর সমর্থনে আরও যুক্তি উপসথাপিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে প্রাপ্ত আদিবাসী আমেরিকানদের শিলালিপির সাথে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিকের সাদৃশ্য কিংবা হুবুহু হায়ারোগ্লিফিক লিপি এর সত্যতা প্রতিপাদন করে (Felton,2023) ।

কিছু গবেষক যুক্তি দেন যে মিসিসিপি সভ্যতা এবং প্রাচীন মিশরের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের ইঙ্গিত দেয়। মিশরীয় এবং মায়া উভয়ই স্মারক কাঠামো হিসাবে পিরামিড তৈরি করেছিলেন। উভয় সমাজই সূর্যকে উপাসনা করত। মিশরীয় দেবতাদের সাথে অ্যাজটেকদের টোনাটিউহের ও মায়ান দেবতাদের সাদৃশ্য ছিল। তাদের সমাধিকরন পদ্ধতির মধ্যেও সাযুজ্যতা ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী মমিকরণের ধরণ অনুশীলন করত, যার ফলে অনুমান করা হয় যে মিশরীয় প্রভাব এই অঞ্চলে পৌঁছে থাকতে পারে (Smith 1983)।

প্রাচীন ইহুদী জনগোষ্ঠীর অভিগমন

গবেষক সাইরাস এইচ. গর্ডন বিশ্বাস করতেন যে ফিনিশিয়ান এবং অন্যান্য সেমিটিক-ভাষী গোষ্ঠী প্রাচীনকালে আটলান্টিক অতিক্রম করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা উভয় স্থানেই পৌঁছেছিল (Pace, 2001)। এই মতামতটি ব্যাট ক্রিক শিলালিপির উপর তার নিজস্ব কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল(Mainfort,et.al.1991) জন ফিলিপ কোহানেরও একই ধারণা ছিল; কোহান এমনকি দাবি করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ভৌগোলিক স্থানের নাম সেমিটিক উৎসের [Gordon & Cyrus,1971, Weigand,1978) । ব্যাট ক্রিক শিলালিপি এবং লস লুনাস ডেকালগ স্টোন থেকে কেউ কেউ এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ইহুদি নাবিকরা প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহুদি-রোমান যুদ্ধের সময় রোমান সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন (McCulloch,1993; Parfitt),2023।

আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ আমেরিকান আদিবাসীদের বাইবেলে উল্লেখিত ইহুদীদের দশটি হারিয়ে যাওয়া গোত্রের বংশ বলে দাবী করে আসছেন (Koffman,2024) যাদের বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, নব্য-অ্যাসিরিয়ান সাম্রাজ্যের দ্বারা ইসরায়েলি রাজ্য জয়ের পর নির্বাসিত করা হয়েছিল ([Halkin,2002; Lange, 2011) ।

আমেরিকার আদিবাসীরা লস্ট ট্রাইবসের বংশধর বলে দাবি করা প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন পর্তুগিজ রাব্বি এবং লেখক মেনাসেহ বেন ইসরায়েল (১৬০৪-১৬৫৭), যিনি তার "দ্য হোপ অফ ইসরায়েল" বইয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে কথিত দীর্ঘ-হারিয়ে যাওয়া ইহুদিদের আবিষ্কার আমেরিকা (Sand.2020) । ১৬৫০ সালে, নরফোকের একজন প্রচারক, টমাস থোরোগুড আমেরিকার আদিবাসীরা ইহুদিদের বংশধর বলে সম্ভাব্যতা প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে টিউডর পারফিট লিখেছেন:, সমাজটি ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় সক্রিয় ছিল কিন্তু সন্দেহ করেছিল যে তারা ইহুদি হতে পারে। গবেষক থোরোগুডের ট্র্যাক্টের জোরালো যুক্তি ছিল উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া দশটি গোত্রের বংশধর (Scott, 2005) ।

মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী এলিয়াস বৌদিনট ১৮১৬ সালে তার " A Star in the West: A Humble Attempt to Discover the Long Lost Ten Tribes of Israel; Preparatory to Their Return to Their Begotten City, Jerusalem " শীর্ষক বইতে একই দাবি করেন (Boudinot, 1816) ।

এশীয় ক্লভিস জনগোষ্ঠীর অভিগমন

কলম্বাস, জন ক্যাবোট ও আমেরিগো ভেসপুচির বহু আগে থেকে পৃথিবীর ঐ গোলার্ধের মায়া-আজটেক-ইনকা সভ্রতার সাথে এই গোলার্ধের মানুষের যোগাযোগ ছিল (Hakim,2002) । ১৩০০০ -১৩৫০০ বছর আগে সাইবেরিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় মানুষের অভিগমন ঘটে যাদের ক্লভিস মানব (Clovis People) বলা হয় । ক্লভিসরা সাইবেরিয়া হয়ে অলাস্কা পর্যন্ত বরফ পাতের উপর দিয়ে প্রথমে আলাস্কা ও পরে আমেরিকার বিভিন্ন অংশে গমন করে। প্রথমে তারা উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল ও পরে পূর্বদিকে গমন করে। ক্লভিসরা এশিয়া থেকে তাদের উদ্ভাবিত অনেক প্রযুক্তিগত সামগ্রীসহ পৃথিবীর ঐ অংশে গমন করে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মেক্রিকোর বিভিন্ন স্থানে ক্লভিস সংস্কৃতির নিদর্শন পেয়েছেন। এই জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে দক্ষিণ আমেরিকাতেও বসতি করে। মায়া-আজটেক -ইনকা সভ্যতা তাদেরই অবদান মনে করা যায় (Moyer, 2014) ।

ভারতীয়দের যোগসুত্র

ভারতীয়দের সাথেও আমেরিকার আদি জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল। সর্বশেষ বরফ যুগে (১১৫০০ ৩০০০০ বছর পূর্বে) ভারতীয়রা বেরিং প্রণালী হয়ে আমেরিকা মহাদেশে গমন করে। তারা ছিল মূলতঃ যাযাবর শিকারী। আলাস্কা হয়ে তারা উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে (Pritzker, 2000) । এস্কিমো ও এলিউট (রুশ - যারা আমেরিকার নিকটবর্তী এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিনাসী) বাদে অধিকাংশ আমেরিকান অধিবাসী আদি ভারতীয়দের বংশধর। আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন সভ্যতাতেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সর্বশেষ বরফ যুগে হিমবাহ সম্প্রসারণের জন্য আশ্রয়ের জন্য মানবগোষ্ঠী বর্হিগমন করে করে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারনা করেন (Curtis,1909, Pritzker,2000) । American Archaeological Magazine আমেরিকার এর সম্পাদক মাইকেল বাইওয়া এর তথ্য অনুযায়ী, ১৫০০০ বছর আগে বেরিং,সাইবেরিয়া ও আলাস্কার সমুদ্রতল নিম্ন ছিল। ঐসময় সাইবেরিয়া ও আলাস্কা ১০০ কিলোমিটার ভূ-ভাগ দ্বারা সংযুক্ত থাকায় অভিগমন সহজসাধ্য ছিল (Enochs,2016) ।

২০২৪ সালে ভারতের মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভুপালের বরকতুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী ইন্দর সিং পারসার বলেন, প্রাচিনকালে ভারতীয়রা আমেরিকা আবিস্কার করে -কলম্বাস আবিস্কারক নন। কলম্বাস প্রকৃতি ও সৌর পূজারীদের নির্যাতন ও হত্যা করেন (The Hindu, September11,2024) । নতুনভাবে ভারতীয় নাবিক ভাসুলান অষ্টম শতাব্দীতে আমেরিকা আবিস্কার করেন। ভাসুলান সানদিয়াগোতে মন্দিরও নির্মান করেন। এরপর ঐ অঞ্চলের সাথে ভারতীয়রা বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত (Gupta,2024) ।

রোমানদের সাথে মায়া সভ্যতার যোগাযোগ

১৯৩৩ সালে (মেক্সিকো সিটি থেকে ৭২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে টোলুকা উপত্যকায়) একটি দাড়ি এবং ইউরোপীয় আকৃতির রোমান মাথা পাওয়া যায়, যা ১৪৭৬ থেকে ১৫১০ সালের মধ্যে নির্মিত একটি প্রাক-ঔপনিবেশিক ভবনের তিনটি অক্ষত তলার নীচে একটি সমাধিস্থলে পাওয়া যায়। এই নিদর্শনটি রোমান শিল্প কর্তৃপক্ষ বার্নার্ড আন্দ্রেয়, ইতালির রোমে অবস্থিত জার্মান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজির পরিচালক এমেরিটাস এবং অস্ট্রিয়ান নৃবিজ্ঞানী রবার্ট ভন হাইন-গেল্ডার্ন দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়েছে, উভয়ই বলেছেন যে নিদর্শনটির ধরণটি দ্বিতীয় শতাব্দীর ছোট রোমান ভাস্কর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৯৯ সালে, মাথাটি থার্মোলুমিনেসেন্স দ্বারা ৮৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই আবিষ্কারটি পুরাতন এবং নতুন বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগের প্রমাণ দেয় (Forbes,2007)।

উপসংহার

ঐতিহাসিক নথি ও আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষনায় কলম্বাস, জন ক্যাবোট কিংবা আমেরিগো ভেসপুচির আমেরিকা মহাদেশ বা আদি মায়া-আজটেত- ইনকা দেশ আবিস্কারের দাবী ভিত্তিহীন প্রমাণ হয়। তবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর ঐ গোলার্ধের প্রাচিন সভ্যতা ও তার ধারকদের নিশ্চিহ্ন করে যে তাদের নতুন বসতি ও সভ্যতা গড়েছে তা স্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবে কলম্বাস, জন ক্যাবোট ও ভেসপুচির ভ্রমণ ও দখরদারিত্বের অনেক আগে থেকে ফিনিশীয়া, মিশর, পশ্চিম আফ্রিকা, আরব, চীন, জাপান, পলিনেশিয়া এমনকি ভারতের সাথেও ঐ অঞ্চলের জনগনের যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। একটা বিশাল ভূ-ভাগ দখল ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্ঠনের জন্য নব আবিস্কার বলে প্রচার করা হয়। উত্তর আমেরিকায় বৃটেন ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপমালায় স্পেন-পুর্তগীজরা দখলদারিত্ব কায়েম ও নব বসতি করে। তারা প্রাচিন মায়ান-আজটেক -ইনকা জনপদের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগের নিদর্শনগুলি গোপন করার চেষ্টা করে। কিন্ত কালের আবর্তে তাদেরই সত্যানুরাগী গবেষকরা ঐ দাবী অসার প্রমাণ করেন।

তথ্যপঞ্জী

Adams, James D.; Cecilia Garcia; Eric J. Lien (January 23, 2008) "A Comparison of Chinese and American Indian (Chumash) Medicine". Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. **7** (2): 219–25. doi:10.1093/ecam/nem188. PMC 2862936. PMID 18955312.

Adhikari, S (2009) *Fundamentals of Geographical Thought.* Allahabad: Chaitanya Publishing House Pp. 50-51

Almagià, Roberto (2022) "Amerigo Vespucci". *Encyclopedia Britannica*. Retrieved 29 December 2022.

Al Masudi (Retrieved 2010) [Internet]c *Al Masoodi's map of the world* [Published 14 june2010; cited 2024 November 23] Available from http://www.cambridgemuslims.info/didyouknow/AlMasudi/Default.htm

Ancient Origin (2013) [Internet]c 'Did Ancient Egyptians Trade Nicotine and Cocaine with the New World'[Published 2013 November14; cited 2024 December 14] Available from http://www.ancientoriginnet

Arnold, J.E. (2007) For the argument against the Chumash—Polynesian contact theory"Credit Where Credit is Due: The History of the Chumash Oceangoing Plank Canoe". *American Antiquity*. **72** (2): 196–209. doi:10.2307/40035811. JSTOR 40035811. S2CID 145274737.

Arnold, Jeanne E., ed. (2001) *The Origins of a Pacific Coast Chiefdom: The Chumash of the Channel Islands*. Salt Lake City: University of Utah Press.

Arab News. (June 07, 2016) [Internet]c, Arab tribes, not Columbus, discovered America [cited 2024 November 11] Available from https://www.arabnews.com/node/935856/saudi-arabia

Arab News (November 11,2024) [Internet]c Muslims not Columbus discovered America [cited. 30 November 2024]. Available in http:// www.arabnews.com

Ashe, Geoffrey (1971) *The Quest for America* (New York: Praeger Publishers

Barton, Paul (2004) *Long before Columbus West Africans traded with the Americas.* USA: ProQuest Information and Learning Company

BBC News (November 15, 2014) [Internet]c Muslims Found America before Columbus. [cited November 21, 2024] Available in bbc.com/news/world

Bedini, Silvio A. (2016). Bedini, Silvio A. (ed.). *The Christopher Columbus Encyclopedia*. Springer. p. 705. ISBN 978-1-349-12573-9

Bextar, John (2000) [Internet]c Africas Greatest Explorer, *BBC News Africa*,[2000 December, 13; cited 2024 December 11]

Bigelow, Bill (1992) "Once upon a Genocide: Christopher Columbus in Children's Literature". Social Justice. **19** (2): 106–121. JSTOR 29766680..

Bonari, Bruno (1 July 2013) *Amerigo Vespucc*i (in Italian). Centro Tipografico Livornese editore. p. 222. ISBN 978-88-906956-8-1

Boudinot, Elias (1816) "A Star in the West: Or, A Humble Attempt to Discover the Long Lost Ten Tribes of Israel, Preparatory to Their Return to Their Beloved City, Jerusalem". G. K. Osei re-published &B Books Publishers Brooklyn, NY 11201

Britanica,(1966) [Internet]c Jhon Cabot? Biography, Accomplishment and Fact, Available in http://www.britanica.com updated in December 16, 2024

Cervantes, Fernando (2021) Conquistadores: A New History of Spanish Discovery and Conquest. Penguin. p. 41. ISBN 978-1-101-98128-3

Chua, Dan-Chyi (2008) [Internet]c "Did the Chinese Discover America?". *The Asia Mag*.[Published 2012 March 17, Viewed 2023. November 2,cited 2024 December3] From www.asiamag.com

Christensen, Ross T (2013)" [Internet]c *The Phoenicians and the Ancient civilizations in America*" [retrieved 29 January,2013; cited 30 november,2024] Available from http://www.ancientamerica.org/library/media/

Collins English Dictionary(2020) "Vespucci". HarperCollins. Retrieved 27 April 2020.

Curtis, Edward S. (1909) *The North American Indian*. Cambridge :The University Press

Cuoghi, Diego (2002) "Part 1 (Piri Reis)", The Mysteries of the Piri Reis map, archived from the original on 10 March 2004, retrieved 29 July 2023, translation of: Cuoghi, Diego (2003), "I Misteri Della Mappa di Piri Reis", Gli enigmi della storia, Milan: Edizioni Piemme.

Cyrus H. Gordon. (1972) .*Before Columbus: Links Between the Old World and Ancient America*, London: Turnstone Press

Davies, A (1952) "The 'First' Voyage of Amerigo Vespucci in 1497–8". *The Geographical Journal*. **118** (3): 331–337. doi:10.2307/1790319. JSTOR 1790319

Davis, Nancy Yaw (2000) *The Zuni Enigma*. U.S.A::W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-32230-9

Deagan, Kathleen A.; Cruxent, José María (2002) Archaeology at La Isabela: America's First European Town. Yale University Press. p. 201. ISBN 978-0-300-09041-3.

Dikshit, R.D (2008) *Geographical Thought*. New Delhi: PHI, Pp. 25-28

Dunn, Oliver; Kelley, James E. Jr. (1989) *The Diario of Christopher Columbus's First Voyage to America, 1492–1493*. University of Oklahoma Press. p. 341. ISBN 978-0-8061-2384-4.

Enochs, Kerlin (2016) [Internet]c The real Story: Who Discovered America, *Voice of America* [published 2016, October10; cited 2024 December 22] Available from http://www.voanews.com

Estrada, E; Meggers, BJ; Evans, C (1962). "Possible Transpacific Contact on the Coast of Ecuador". *Science.* **135** (3501): 371

Evans, Clifford; Meggers, Betty (1966). "A Transpacific Contact in 3000BC". *Scientific American.* **214** (1)

Fell, Barry (1980) *Saga of America*. U.S.A: The Rivers Press

Fell, Barry (1984) *America B.C : Ancient Settlers in the New World* . New York: Simon & Schuster

Felton, James (2023) [Internet]c *IFLSCIENCE* 'The Archaeologist Who "Found" Ancient Egyptian Hieroglyphs In the Grand Canyon" [Published 2023 June 22; cited 2024 December 6] Available from www.iflscience.com

Fischer, J. (1907) Pre-Columbian Discovery of America. In *The Catholic Encyclopedia*. New York: Robert Appleton Company. Retrieved January 25, 2011 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/01416a.htm

Forbes, Jack D (2007) *The American Discovery of Europe* .UK: University of Illinois Press; ISBN 978-0-252-03152-6 p.108

Fritze, Ronald H. (2009) *Invented Knowledge: False History, Fake Science and Pseudo-Religions*. London, England: Reaktion Books. pp. 96–103. ISBN 978-1-86189-430-4.

Fuson, Robert H. (1997) "The Columbian Voyages". In Allen, John Logan (ed.). *North American Exploration*. U.S.A:University of Nebraska Press. pp. 180–181. ISBN 978-0-8032-1015-8

Gamble, Lynn H. (2002*)* "Archaeological Evidence for the Origin of the Plank Canoe in North America". *American Antiquity.* **67** (2): 301–315. doi:10.2307/2694568. JSTOR 2694568. S2CID 163616908.

Gaspar, Joaquim Alves (2015) "The Representation of the West Indies in Early Iberian Cartography: A Cartometric Approach", *Terrae Incognitae*, **47** (1): 10–32, doi:10.1179/0082288415Z.00000000041, S2CID 128885931

GhaneaBassiri, Kambiz (2010) *A History of Islam in America*. England: Cambridge University Press, pp. 1 – 8.

Gordon, Cyrus Herzl (1971*) Before Columbus: Links Between the Old World and Ancient America.* U.S.A:Crown. p. 138.

Greek News and Radio (2024) [Internet]c 'Discovery of 5000 years old Egyptian Map Challenges History of American Discovery" [Viewed 2024 May 2; cited 2024 December 22] Available from https://www.greekradiofl.com/en/discovery-of-5-year-old-Egyptian-map/

Gupta,Suchanda (2024) [Internet]c September,10,2024, "Indian Sailor Vasulan Discovered America and Built Temple in San Diago" In "*Times of India*".(Published 2024 September 10; viewed 2024 September 11; cited 2024 November26). Available from http;//www.times of india.com

Gužauskytė, Evelina (2014) Christopher Columbus's Naming in the 'diarios' of the Four Voyages (1492–1504): A Discourse of Negotiation, Canada:. University of Toronto Press. p. 185. ISBN 978-1-4426-6825-6

Hakim, Joy (2002) *The First Americans*. U.K:Oxford University Press. p. 85. ISBN 978-0-19-515319-4.

Hansen, Valerie (2009) *Voyages in World History*. Boston: Houghton Mifflin

Hisham, Zoubier (1998) Islam in America before Columbus.World Net Daily.com 14h February 1998. Retrieved 2002 october10.Viewed 21st November 2024. Available from http://www.worldnetdaily.com

Halkin, Hillel (2002) *Across the Sabbath River : In search of a Lost Tribe of Israel*. Houghton Mifflin. ISBN 978-0618029983.

HISTORY.com (2023) [Internet]c *Amerigo Vespucci* [Published: July 31, 2023, cited 2024 December 11] Available from https://www.history.com/articles/amerigo-vespucci

Howgaard, William (1971) *The Voyages of the Norsemen to America*. New York: The American-Scandinavian Foundation

Hui-lin Li; Li, Hui-lin (1961) "Mu-lan-p'i: A Case for Pre-Columbian Transatlantic Travel by Arab Ships". *Harvard Journal of Asiatic Studies.* **23**: 114–126. doi:10.2307/2718572. JSTOR 2718572.

Hunter, Douglas (2012) *The Race to the New World: Christopher Columbus, John Cabot, and a Lost History of Discovery*. U.K;:Macmillan. p. 62. ISBN 978-0-230-34165-4

Ians (2012) [Internet]c "Chinese Discovered America 2800 years before Columbus. *India today* [Published 2012 February 8 ; Viewed 2015 July 12; cited 2024 November 14] Available from http://www.indiatoday.com

James, P. E and Martin, G.J, 1981. *All Possible World*. U.S.A: John Wiley and Sons. Pp. 54-55

Jefriz, (1956) Pre- Colombian Arabs in America. *in Islamic Review*. London: August,1956

Jones, Terry L.; Kathryn A. Klar (June 3, 2005) "Diffusionism Reconsidered: Linguistic and Archaeological Evidence for Prehistoric Polynesian Contact with Southern California". *American Antiquity*. **70** (3): 457–484. doi:10.2307/40035309. JSTOR 40035309. S2CID 161301055. Archived from the original on September 27, 2006. Retrieved March 6, 2008.

Jennings, Evelyn (2020) Constructing the Spanish Empire in Havana: State Slavery in Defense and Development, 1762–1835. U.S.A:LSU Press. ISBN 978-0-8071-7464-7.

Jhonston, Thomas Crawford (1913) *Did the Phoenicians Discover America?* U.S.A: Kessinger Publishing

Jhonson, Ben [Internet]c 2020. John Caboty and the first English Expedition to America, In *Historic UK*, no. 5621330[cited 2023 December 22] available from http//www.historic.com)

Kadir, Djelal (1992*) "IV: Charting the Conquest". Columbus and the Ends of the Earth: Europe's Prophetic Rhetoric as Conquering Ideology*. Berkeley: University of California Press. p. 67.

Kahn, Joseph (2006) Who Discovered America? Zheng Who? In *The New York Times*, Jaan,17, 2006.

Karam, Christian da C (2023) *Phoenicians in Brazil.* Brazil*:* Porto Alegre. Available from http://phoenicia.org

Khair, Tabish (2006) *Other Routes: 1500 Years of African and Asian Travel Writing*(Translated) U.S A: Indiana University Press.p-12

Koffman, Dadid (2024) [Internet]c *"Native Americans and Jews: The Lost Tribes Episode*"[Viewed 2024 September 12; cited 2024 December 11] Available from http//www.myjewish.com

Knudsen**,** Inge E. (2022) *6th Century Irish Monks in North America*.UK: Medium. Available from https://knudseninge.medium.com/6th-century-irish-monks-in-north-america-4aeef0e47fb

Lange, Dierk (2011) "Origin of the Yoruba and 'The Lost Tribes of Israel'". *Anthropos*. **106** (2): 579–595. doi:10.5771/0257-9774-2011-2-579. JSTOR 23031632.

Lehmann, Martin (2013) "Amerigo Vespucci and His Alleged Awareness of America as a Separate Land Mass". *Imago Mundi*. **65** (1): 17. doi:10.1080/03085694.2013.731201. S2CID 129472491. Retrieved 21 May 2021

Lesser, W. Hunter (1983) "Cult Archaeology Strikes Again: A Case for Pre-Columbian Irishmen in the Mountain State?" W*est Virginia Archeologist* 35(2): 48-52

Markham, Clements R.(2018) [Internet]c *The Life of Amerigo Vespucci: Biography, Letters, Narratives, Personal Accounts & Historical Documents* (Translated). e-artnow. e-artnow, ISBN 8*027241634,[cited 2024* December 14] Available from https://www.biography.com/history-culture/amerigo-vespucci

Masudi,Ali al- (940) *Muruj Adh-Dhahab* (*The Book of Golden Meadows*), 1: 268.

Magnusson, Magnus, Palsson, Hermann (1965) The Vinland Sagas: The Norse Discovery of America. London: Pace

Mainfort, Robert C. Jr.; Kwas, Mary L. Spring (1991). "The Bat Creek Stone: Judeans in Tennessee?". *Tennessee Anthropologist.* **XVI** (1). Archived from the original on August 16, 2007 – via Ramtops.co.uk.

Margeson, M,S & Williams K (2016). *The Vikings* (Translated) U.K: Penguin. Pp. 272-287

Markham, Clements R (2005) The Journal of Christopher Columbus (during His first Voyage, 1942-93) and Documents Relating to the Voyages of John Cabot and Gaspar Corte Real. London: Elibron classics

McMenamin, M. A (1997) The Phoenician World Map. *Mercator's World* 2(3): 46–51.

McMenamin, Mark A.(2000) *Phoenicians, Fakes and Barry Fell: Solving the Mystery of Carthaginian Coins Found in America*. USA: Meanma Press

McCulloch, J. Huston (1993) "Did Judean Refugees Escape to Tennessee?". *Biblical Archaeology Review* July–August 1993. **19**: 46–53, 82–83

Mcewan, Gordon and Dickson, D. Bruce (1978) Valdivia, Jomon Fishermen, and the Nature of the North Pacific: Some Nautical Problems with Meggers, Evans, and Estrada's (1965) Transoceanic Contact Thesis. *American Antiquity* 43(3):362

Menzies, Gavin(updated,2003) "*1421" The Year Chaina Discovered America*. London: William Morrow. New York: Herper Collins) London:Penguin

Mooed, Abdul (2024) [Internet]c 3 October 2024 Arab discovery of America: Did the Arab First Discover America? *Greek Reporter* [Published 2024 October 3;Viewed December 27,2024;cited 28 December.2024] Available from http://www.greekreporter.com

Mrouch,Youssef (1993) Pre Columbian Muslims in America. In Monthly *Al Bayan.* No.65. London

Mrouch,Youssef.1996.Muslims in the America Before Columbus. UK: BIC

Morison, Samuel Eliot (1955) *Christopher Columbus, Mariner*. New York: Little Brown & Co. ISBN 978-0-316-58356-5

Morison, Samuel Eliot (1963) *Journals & Other Documents on the Life & Voyages of Christopher Columbus*. New York: The Heritage Press. pp. 262, 263.

Morison, Samuel Eliot (1986) *The Great Explorers: The European Discovery of America*. Oxford University Press. pp. 440, 448–449. ISBN 978-0-19-504222-1.

Mowat, Farley (1984).*Sea of Slaughter*. Atlantic Monthly, Boston/New York,

Mowat, Farley (2000) *The Farfarers: Before the Norse*. Random House, South Royalton, Vermont

Moyer, S (2014) The frist Americans. In *National Endowment for the Humanities* March-april,2014.35(2): 44-53

Myers, Peter (2002)[Internet]c *Phoenician discovery of America? - Evidence for trans-oceanic contact between ancient civilizations - the Case for Diffusion* [Viewed 2009 November 15,cited 2024 December 12].Available in http://mailstar.net/before-columbus.html

Needham, Joseph & Ronan, Colin A. (1986) *The Shorter Science and Civilisation in China.* Vol. 3.U.K: Cambridge University Press. pp. 119–20. ISBN 978-0-521-31560-9.

Nelson, Rian (2024) *Were Ancient Phoenicians the first to Discover America* .U,S.A: Book of Mormon evidence.

Available in https://bookofmormonevidence.org/were-ancient-phoenicians-the-first-to-discover-america/

Pace, Eric (2001)[Internet]c. "Cyrus Gordon, Scholar of Ancient Languages, Dies at 92". *The New York Times*.[Published 2001 April 9,cited 2024 December 6] from www.newyorktimes.com

Parfitt, Tudor (2003) *The in Lost Tribes of Israel: The History of a Myth. Phoenix.* pp. 66, 76.

Pharaohx (2024) [Internet]c *Vocal Media* 'Discovery of Egyptian Artifacts in America: Unraveling a Controversial Mystery'[Cited 2024 December 19] Available from

https://vocal.media/history/discovery-of-egyptian-artifacts-in-america-unraveling-a-controversial-mystery

Pinto, Karen (2012) "Searchin' His Eyes, Lookin' for Traces: Piri Reis' World Map of 1513 & its Islamic Iconographic Connections (A Reading Through Bagdat 334 and Proust)", *Journal of Ottoman Studies*, **39** (1): 63–94

Ptak, Roderich,Salmon, Claudine (2005) "Zheng He: Geschichte und Fiktion", in Ptak, Roderich; Höllmann, Thomas O. (eds.), Zheng He. Images & Perceptions, *South China and Maritime Asia*, 15(12): 9–35

Pritzker, Barry (2000) *A Native American Encyclopedia:* History, Culture, and Peoples. UK:Oxford University Press, pp. 331,335

Qiong Zhang (2015) *Making the New World Their Own: Chinese Encounters with Jesuit Science in the Age of Discovery.* U,S.A:Brill. pp. 134–135. ISBN 978-9004284388

Rensselaer, Schuyler Van (1923) Ancient Egypt in America. In *The North American Review*.28 (812). Available in http://www.jstor.org/stable/25113069

Sand, Solmo (2020) *The Invention of Jewish People.* New York: Verso

Sarhan, Dr. Ahmed (2015)) [Internet]c '.The Egyptians – Not Columbus Discovered America. *ASEMA TV* [Interview 2015 June 10; Viewed 2016 October 8; retrieved in 25 Nov. 2024; cited 2024 December 12] Available in http://www.memri.org

Saunders, Nicholas J. (2005) The Peoples of the Caribbean: *An Encyclopedia of Archaeology and Traditional Culture*. ABC-CLIO. pp. 75–76. ISBN 978-1-57607-701-6

Schuman, H.; Schwartz, B.; D'Arcy, H. (28 February 2005) "Elite Revisionists and Popular Beliefs: Christopher Columbus, Hero or Villain?" (PDF). Public Opinion Quarterly. **69** (1): 2–29.doi:10.1093/poq/nfi001. S2CID 145447081. Archived from the original (PDF) on 26 February 2020.

Scott, J. M. (2005) *Geography in Early Judaism and Christianity.* Cambridge University Press, pp. 182–183.

Sertima, Ivan Van (1976) *They Came Before Columbus*. U.K:Random House. ISBN 0-394-40245-6

Severin, Tim (1978) *The Brendan Voyage; The Greatest Adventure of the Sea since Kon-Tiki*, London: Arrow Books

Silverberg, Robert 1963 Home of the Red Man: Indian North America before Columbus, New York Graphic Society Hard cover book,p 252

Sindbaek and Trakadas.(2014) *The World in the Viking age*. Denmark: The Viking Ship Museum. Pp.23-25

Smith, Elliot (1983) *The Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in America* .New York:A&B Books Publishers Brooklyn, NY 11201):

Stirling, Jose (1869) who cites Melgar (translated) "Antigüedades mexicanas, notable escultura antigua", in *Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística*, época 2(1):292–297

Sorenson, John L. Johannessen, Carl L (2004) Scientific Evidence for Pre-Columbian Transoceanic Voyages, Sino-Platonic Papers, Department of East Asian Languages and Civilizations, University of Pennsylvania, no.133

Tellier, Luc-Normand (2009) *Urban World History: An Economic and Geographical Perspective*. Presses de l'Université du Québec. p. 301. ISBN 9782760522091.

.Thacher, John Boyd (1903) Christopher Columbus: his life, his work, his remains, as revealed by original printed and manuscript records, together with an essay on Peter Martyr of Anghera and Bartolomé De Las Casas, the first Historians of America. New York: G. P. Putnam's Sons. pp. 379, 380.

The Hindu (2024) [Internet]c "America Discovered by our Indian Ancestors -not Columbus. [Published 2024 September 11; cited 2024 November 21] Available in http;//www. The hindu.com

Tremlett, Giles (2006) [Internet]c "Lost document reveals Columbus as tyrant of the Caribbean". *The Guardian*.[Published 2006 August 7 Retrieved 2013 May 16; cited 2024 November30] from www.gurdian.com

Treuer, David (2016) "The new book 'The Other Slavery' will make you rethink American history". *Los Angeles Times.* [Published 2016 May 13; Retrieved 2019 June 21; cited 2024 November 21] Available from http://www. losangelestimes.com

Wahlgren, Erik (1986) *The Vikings and America.* London: Thames & Hudson Ltd, ISBN 0-500-28199-8.

Waters, et.al. (October 23,2020) The Age of Clovis – 13050 to 12750 B.p. *Science Advances* 6(43): Bib code: 2020 SciA6…455w..doi101126 ISSN 2375-2548

Watts, Pauline Moffitt (1985) "Prophecy and Discovery: On the Spiritual Origins of Christopher Columbus's "Enterprise of the Indies"". The American Historical Review. **90** (1): 92. ISSN 0002-8762. JSTOR 1860749

Weatherford, Jack (2001) "Examining the reputation of Christopher Columbus".[Published 2001 April 20; Retrieved 29 July 2009; cited 2024 November 23]. U.K: Hartford-hwp.com.

Weigand, Phil C. (1978) "Review of In Search of Noah's Ark by Dave Balsiger, Charles E. Sellier; Remote Kingdoms by Tertius Chandler; The Key by John Philip Cohane; Gods of the Cataclysm: A Revolutionary Investigation of Man and His Gods Before and After the Great Cataclysm by Hugh Fox". *American Anthropologist.* 80 (3): 731–733. doi:10.1525/aa.1978.80.3.02a00760

Westcott,Tom (2019) [Internet]c Who Reached America First – Columbus or the Phoenicians? *Middle East Eye* (published 2019 September 28; cited 2024 November 30) Available from http://www.middleeasteye.com

Weiner, Eric. (2007) *Coming to America: Who was First*? Denmark: NPR)

Wiener, Leo (1922) *Africa and the Discovery of America* .Philadelphia: Inness and Sons, Vol. 3, p. 259.

Wiener, Leo (1921) "Africa and the Discovery of America", *American Anthropologist*, New Series, (January–March 1921), 23(1): 83–94.

William J. Hamblim (1993) *Archaeology and the Book of Mormon* .Provo, Utah: Maxwell Institute, 5(1): 250–272

Williams, Stephen (1991) "Fantastic Archaeology: The Wild Side of North American Prehistory", Philadelphia: University of Pennsylvania Press, ISBN 0-8122-8238-8/0-8122-1312-2.

Zerubavel, Eviatar (2003) Terra Cognita: The Mental Discovery of America. Transaction Publishers. pp. 90–91. ISBN 978-0-7658-0987-2.

আমিন, নুরুল (২০০২) বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান। ঢাকা: র‍্যাকস। পৃ. ২৩৮-২৪২

আহমদ, রফিক (২০১০) *আবহাওয়া ও জলবায়ুবিজ্ঞান*। ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, পৃ.৩৬৮।

আহমদ, মোস্তাক (২০১২) *বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদান।* ঢাকা: স্কাই পাবলিশার্স। পৃ.১৬১-১৬৫

ইমামউদ্দীন, এস.এম.(২০১৯) *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী । পৃ.২৬৬

কোরায়শী, গো. সা.,(২০০৭) *আল মোকাদ্দমা ইবনে খালদুন প্রথম খণ্ড* (অনুদিত) । ঢাকা: দিব্য প্রকাশ। পৃ.১৪৩

দাস,সুমিতা (২০১৫) *কলম্বাসের পর আমেরিকা ধ্বংস মৃত্যু লুণ্ঠন ও গণহত্যা*। কোলকাতা: পিপলস বুক। পৃ.৪০-৫০

মঈনউদ্দীন, বাসার (১৯৮৮) *সাগর বিজয় ও আমেরিকা আবিস্কারে মুসলমান।* ঢাকা: ইসলামী ফাউণ্ডেশান,বাংলাদেশ।পৃ.৩৩-৩৪

মনসুর, আবু লুবাবা শাহ (২০১৯) *স্পেন টু আমেরিকা* (অনুদিত)। । ঢাকা: কালান্তর প্রকাশণী, পৃ. ১১৬

রউফ, কা.আ, (১৯৮১) *ভৌগোলিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ*। ঢাকা: সুজনেষু প্রকাশনী। পৃ. ১৩৭ -১৪১।

শাহেদুজ্জামান (২০১০) কলম্বাসের ডায়েরী: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯/১০/২০১০

সারজানি, ড.রাগীব (২০২১) *মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (২য় খণ্ড)* [অনুঃ আবদুস সাত্তার আইনী]। ঢাকা: মাকতাবাতুল হাসান। পৃ.১৭৮-১৮৪

হাফিজ, মুসা আল (২০১৭) *আমেরিকা মুসলিমদের আবিস্কার*(অনুদিত)। ঢাকা: কালান্তর প্রকাশণী, পৃ. ৫৬ -৬৪

[Manuscript received on May2,2024; accepted on June 11,2024; Published April 24, 2025]